কনোজ-কুমারী

বা

আর্য্য জীবন-সন্ধ্যা

ঐতিহাসিক উপন্যাস

"সে মহা মহিমা অনন্ত গৌরব,
বীরত্ব ধীরত্ব পাণ্ডিত্য বৈভব,
কোটি কণ্ঠে সেই "দীন দীন" রব,
কোন পাপে হায় ঘুচিয়া গেল !"

(কায়কোবাদ)

সফিউদ্দিন আহমাদ।

১৩২৪-সাল।

মূল্য ৮০ আনা।

ভূমিকা।

অ-ব্রাহ্ম হিন্দু লেখকগণ, তাঁহাদের বিদ্বেষ দুষ্ট কল্পনা প্রভাবে রাশি রাশি ঐতিহাসিকের নামে অনৈতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করিয়া সমগ্র বঙ্গ ভাষাভাষী মুসলমান সম্প্রদায়কে মর্ম্মাহত ও জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা অমিত পরাক্রমশালী প্রাতঃস্মরণীয় মুসলমান সম্রাট সম্রাজ্ঞীগণের অযথা কলুষিত চরিত্র অঙ্কণ করিয়া সিদ্ধহস্তের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বোধ হয়—"বাদশাহি আমলে আর্য্য-গৌরব স্তম্ভ হিন্দু রাজা মহারাজাগণ মুসলমানদিগের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন"—তাহাই ইহার কারণ। তাঁহারা এখন সেই বৈবাহিক সম্পর্কটী জাতীয় গৌরব খর্ব্বকারী ও গুরুতর অপমানের বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহা মিথ্যা সপ্রমাণ ও জাতীয় গৌরব-গরিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বৃথা আশার প্রলোভনে পড়িয়া অলীক অবৈধ মোস্লেম-কুৎসা জনসাধারণে প্রচার করিতেছেন।

যে জাতির স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ পবিত্র চরিত্র-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আর্য্য-রাজা-ঋষিগণ কায়মনোপ্রাণে তাঁহাদের পবিত্র চরণ কমলে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে সৌন্দর্য্যে পতঙ্গবৎ আকৃষ্ট হইয়া আর্য্য-রমণীগণ বেগম মহলের জনতা বৃদ্ধি করিয়াছিল; কি পরিতাপের বিষয়, তাহাদেরই বংশধরগণ আজি সেই জাতির, সেই গর্ব্বোদ্দীপ্ত জাতির, সেই বিশ্ববরেণ্য জাতির, সেই "পরমেশ্বরো বা" আখ্যাপ্রাপ্ত জাতির কলঙ্ককাহিনী ঘোষণা করিতে শতমুখ।

তাহাদের জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলনের জন্য কমলা ও আলাউদ্দিন, যোধবাই ও আকবর, যোধাবাই-জাহাঙ্গীর, মিরাবাই-আওরঙ্গজেব প্রভৃতি অসংখ্য মোসলেম-প্রেমমগ্না হিন্দু ললনার জলন্ত ঐতিহাসিক সত্য বিচিত্রপ্রেমকাহিনী মুসলমান লেখকগণ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের বিশ্ববরেণ্য মহাত্মগণের, হিন্দু নায়িকা গ্রহণরূপ হীন রুচির পরিচয় প্রদান করিয়া কুৎসা কলঙ্ক প্রচার করিতে বোধ হয় কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান-সাহিত্যিক আদৌ ইচ্ছুক নহেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কতক্ষণ জলদজালে সমাচ্ছন্ন থাকে? সত্য চিরদিনই জয়যুক্ত। তাহাদের রাশি রাশি অলীক উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত উপন্যাসজালে সমাচ্ছন্ন হইলেও সেই প্রদীপ্ত ভাস্করসম মোসলেম প্রভাব স্বমহাবে চিরদিনই উজ্জ্বলিত রহিয়াছে।

যাহা হউক এ সমস্ত বিষয় আর আলোচনা করিতে আবশ্যক বিবেচনা করি না। এক্ষণে "কনোজ-কুমারী" সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে প্রয়াস পাইব। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে বাবু মনোমোহন গোস্বামী (বি, এ,) মহাশয়ের "পৃথ্বীরাজ" নাটকের যেরূপ অভিনয় হইয়া থাকে, "কনোজ-কুমারী" উপন্যাসখানি অনেকটা তাহার অনুরূপ। যজ্ঞেশ্বর বাবু কৃত "রাজস্থানে" কতকটা উল্লিখিত নাটকের অনুরূপ দেখিতে পাই; এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

"সংযুক্তা জয়চন্দ্রের দুহিতা। কনোজ-রাজ তাহার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর সভা আহূত করেন। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মনোমালিন্য থাকায় এই সভায় তাঁহাকে ও তাঁহার মিত্র সমর সিংহকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, বরং তাঁহাদের উভয়ের দুইটী হৈমমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারপাল স্বরূপ

দ্বারদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কনোজ-কুমারী সংযুক্তা সভাস্থ কোন নৃপতির গলে বরমাল্য প্রদান না করিয়া পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির কণ্ঠে তাহা প্রদান করেন। পৃথ্বীরাজ তখন ছদ্মবেশে সেই খানেই লুক্কায়িত ছিলেন; এই ঘটনা অবগত হইয়া তিনি সতেজে সভাস্থলে উপনীত হইলেন এবং সংযুক্তাকে লইয়া স্ব নগরে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থ কোন রাজকুমারই তাঁহার প্রচণ্ড গতিরোধ করিতে পারিলেন না।"

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাবু রামপ্রাণ গুপ্ত বলেন—"পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার পরিণয় ব্যাপার 'রোমান্টিক'। আমরা এই 'রোমান্সে' আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের মাতৃস্বস্ পত্র জয়চন্দ্রের দুহিতা, সুতরাং ভ্রাতস্পুত্রী। এরূপ বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র-বিরুদ্ধ"।

(পাঠান রাজবৃত্ত, ৮২ পৃষ্ঠা)

আমরাও রামপ্রাণ বাবুর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি - বাস্তবিকই এই ঘটনা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কারণ সেই আর্য্য গৌরব যুগে, সেই বেদ মুখরিত প্রদেশে, এরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিবাহ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

পৃথ্বীরাজ, প্রহরাবেশে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপন রূপ অপমানের প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষায় সংযুক্তাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এই কথাই যথার্থ। পক্ষান্তরে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার পিতৃবৈরী! কোন কন্যাই পিতৃশত্রু গলে স্বেচ্ছায় বরমাল্য সমর্পণ করিতে পারে না। এরূপ স্থলে আমরা অনুমান করি আমাদের মৌলবী সফিউদ্দিন সাহেব আলোচ্য উপন্যাস 'কনোজ কুমারী'তে

পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার চিত্র যেরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, বোধ হয় তাহাই স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক নাটক ও উপন্যাস নাম দিয়া আজকাল নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকগণ যেরূপ অলীক কল্পনা কাহিনী সৃষ্টি করেন, এখানি সেরূপ ধরণের গ্রন্থ নহে, সেই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ঘটনা বিবরণ স্বাভাবিক। তবে "উপন্যাস চিরদিনই উপান্যাস; তাহা কখনও ইতিহাস হইতে পারে না।"

রাজ দুহিতার যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার, সংযুক্তার চরিত্রে তাহার অভাব নাই। নারী-ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, সংযুক্তার চরিত্রদ্বারা গ্রন্থকার তাহা বেশ স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। রহস্যপ্রিয় বয়স্ক আলী জাহানের দ্বারা রহস্যচ্ছলে সেনাপতিকে যে একটা গভীর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা সমগ্র মুসলমান জাতির প্রাণের কথা। বাস্তবিক আলীজাহান প্রমুখ উপদেশ—"হিন্দুর সংস্পর্শে ভারতীয় মোসলেম জাতি ক্রমশঃ নিস্তেজ ও চরিত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে"—বলিয়াই মনে হয়। সেনাপতি কুতুবদ্দিনের প্রবৃত্তি দমন সর্ব্বত্রই প্রশংসনীয়—ধর্ম্মের জন্য, জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য, হিন্দু রাজকন্যা গ্রহণ না করিয়া যে জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, জগতে তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থকারের "সৈয়দ সাহেব" উপন্যাস পাঠে আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। "কনোজ কুমারী" তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক। আল্লাহ তালার নিকট প্রার্থনা করি যে, এরূপ সমাজ সেবী লেখককে যশস্বী ও দীর্ঘজীবী করুন।

মোহাম্মাদ সোলেমান খাঁ।

নিবেদন

"কনোজ কুমারী" ঐতিহাসিক উপাখ্যান হইলেও উপন্যাস মাত্র, পাঠকগণ তাহা মনে রাখিয়া পাঠ করিবেন। বর্ত্তমানকালে বহুল আশ্চর্য্যজনক কল্পনা প্রসুত ঐতিহাসিক উপন্যাস আদরের সহিত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ; এই ক্ষুদ্র পুস্তকখান তাহার সঙ্গে সমাজে স্থানপ্রাপ্ত হইলেই দীন গ্রন্থকার চরিতার্থ হইবে।

আমার প্রিয়বন্ধু, ও "বঙ্কিম দুহিতা" প্রণেতা সুলেখক সেখ ইদ্রিস আলী সাহেব এই পুস্তক লেখায় অনেক সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। মোহাম্মাদী ম্যানেজার মাননীয় মৌলবী মোহাম্মদ সোলেমান খাঁ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

প্রুফ দেখার ত্রুটিতে কয়েক স্থানে শব্দ ও বানান ভুল দৃষ্ট হইবে, আগামী বারে তাহা যথাসাধ্য সংশোধন করিতে চেষ্টা পাইব। ইতি—

১৩২৪ সাল
সৈয়দপুর—পিলজঙ্গ পোষ্ট
খুলনা।

নিবেদক—
সফিউদ্দিন আহমাদ

কনোজ-কুমারী

বা

আর্য্য-জীবন সন্ধ্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মোস্‌লেম-দূত।

তখনও মোস্‌লেম-পদস্পর্শে সমগ্র ভারতভূমি পবিত্রতা লাভ করে নাই; তখনও সু-উচ্চ গগনস্পর্শি কুতুব মিনার ভারত বক্ষে: প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তখনও অর্দ্ধচন্দ্র বিখচিত মোস্‌লেম-পতাকা হেলিয়া দুলিয়া গর্ব্ব ভরে মোস্‌লেম-বিজয়-বার্ত্তা সমগ্র ভারতবর্ষে বিঘোষিত করে নাই, তখনও পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট

শাহ্‌জাহানের সাধের তাজ, মোস্‌লেম-কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করে নাই; তখনও দিল্লী—স্পেন ও বাগদাদের ন্যায় গৌরব স্পর্শিনী হইবার আশা মোস্‌লেম-হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; তখনও নয়ন-ঝলসি-মণি-মুক্তা-বিখচিত শিল্প নৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন বিচিত্র "তখ্‌তেতাউস্‌" সুবিশাল ভারত-বক্ষঃ গৌরবান্বিত করে নাই; তখনও ভারতে বিধাতৃ উপাসনার শ্রেষ্ঠতম মন্দির মোসলেম-মহত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার "জামে-মসজিদ" দিল্লী-বক্ষেঃ স্থাপিত হয় নাই; তখনও পৌত্তলিক ভারতবাসী জনগণ স্বর্গীয় সুগন্ধ পরিপুরিত কুসুম-কুলের রাণী, বস্রা ও দামেস্কের 'গোলাপ' সুন্দরীর মনঃপ্রাণ মুগ্ধকর মহা সুগন্ধ উপভোগ করে নাই; তখনও ভারতবাসী-গণ 'মেওয়া' শ্রেষ্ঠ সুরসাল আনারসের রসাস্বাদনে রসনার তৃপ্তিসাধন করে নাই, * তখনও ভারতবাসী 'তাকিয়া' 'আল্‌বোলা' 'শামাদান' 'পিকদান' 'দেগচী' 'দেয়ালগীর' 'গোলাপ-পাশ' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া সভ্যতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই; তখনও এদেশ 'চোগা' 'চাপ-কান' 'জুব্বা'-'পা' জামা' প্রভৃতি সভ্য জনোচিত পরিচ্ছদের পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই; তখনও ভারতবাসীগণ মনঃপ্রাণ

* ভারত সম্রাট আকবার এদেশে আনারস আনয়ন করেন।
(তুজাকে জাহাঙ্গীরী)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিমোহনকারী মহা সৌরভ-সার 'আতর-গোলাপ' † অঙ্গে মাখিয়া 'বা-বু' ‡ পদবাচ্য হইতে পারে নাই ;—

এমন সময় একজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবক একটী আরবীয় অশ্বে আরূঢ় হইয়া কান্যকুব্জের সিংহদ্বার অতিক্রম করিল। তাঁহার অমিয় কান্তিযুক্ত বদনমণ্ডলে ঘন শশ্রুরাজি তখনও স্পষ্টোদগম হয় নাই ; খগরাজ লাঞ্ছিত নাসিকার নিম্নদেশে সবে মাত্র নবোৎপন্ন গুম্ফরাজি ঈষৎ কৃষ্ণরেখাঙ্কিত করিয়া মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব শ্রী সাধন করিতেছে। তাঁহার 'সোর্ম্মা'-রেখাঙ্কিত আয়ত লোচনদ্বয়ে সরলতার আভা বিকসিত ; দুগ্ধা-লক্তক বর্ণের সুগোল অঙ্গ-সৌষ্টব পূর্ণ বিরাটবপুঃ অসামান্য বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যেন সর্ব্বাঙ্গেই যৌবন সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত, শৌর্য্য বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে বিভূসিত। যুবকের অঙ্গ, রত্ন বিখচিত বহুমূল্য মখমল বস্ত্রে পরিশোভিত, মস্তকে তুষার শুভ্র উষ্ণীষ, তাহাতে হীরক খচিত স্বর্ণ বিনির্ম্মিত অর্দ্ধ-চন্দ্র। কটিদেশে ইস্পাহান নির্ম্মিত সুদীর্ঘ তরবারি রৌপ্যময় পিধানে ঝকমক্ করিতেছে। যুবকের বয়ঃক্রম অনূ্যন দ্বাবিংশ বৎসর মাত্র।

---

† সম্রাজ্ঞী নূরজাহান গোলাপ আতর আবিষ্কার করেন।

‡ "বা-বু" পারসী শব্দ। 'বা'—সঙ্গে ; 'বু'—সুগন্ধ — যাহারা সর্ব্বদা সুগন্ধ মাখিয়া থাকেন।

কনোজ-কুমারী।

প্রিয় দর্শন যুবক তোরণদ্বার অতিক্রম করিবামাত্র অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর স্বরে কান্যকুব্জ নগর মুখরিত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে দুইজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ অশ্বারোহী যুবককে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইল। যুবকও তাহাদের পশ্চাতে ধীর মন্থর গতিতে গমন করিলেন।

যখন যুবক রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; তখন চতুর্দ্দিক হইতে নাগরিকগণ একদৃষ্টে তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পূর্ণ বরবপুঃ নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুর সার্থকতা অনুভব করিতেছিল। ক্রমশঃ যুবক রাজপ্রসাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। সহসা প্রাসাদের দ্বিতল কক্ষের একটী গবাক্ষ উন্মুক্ত হইল; সেই সঙ্গে দুইটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নবীনার গোলাপ-রাগ রঞ্জিত মুখমণ্ডলের চারিটি দীপ্তোজ্জ্বল ইন্দীবর আয়ত লোচনের সতৃষ্ণ দৃষ্টি যুবকের উপর নিপতিত হইল। যুবকের বিশ্ব বিমোহন বদনে কনক কান্তির মোহময় আভায় নবীনাদ্বয়ের লোচন চতুষ্টয় মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝলসিত হইয়া গেল।

কনোজাধিপতি মহারাজ জয়চন্দ্র এই আগন্তুক যুবকের অপেক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন. এক্ষণে ব্যস্ত

সমস্ত হইয়া দ্বারদেশে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার করমর্দ্দন ও সাদরসম্ভাষণ করিয়া স-সম্মানে প্রাসাদাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। নবীনাদ্বয় মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় এক দৃষ্টিতে প্রাসাদের দ্বারাভিমুখে চাহিয়া রহিল। কেহই সেদিকে লক্ষ্য করে নাই।

—o—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সঙ্কল্প।
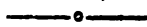
"কুতুব! কি সংবাদ!"

"শুভ সংবাদ—জাহাঁপানা! কনোজপতি জয়চ্চন্দ্রের মাসতুত ভাই পৃথ্বীরাজ বিশাল দিল্লীর অধিপতি; সুতরাং অন্যান্য রাজাগণ তাঁহাকে মহারাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া সম্মান করেন। মহারাজ জয়চ্চন্দ্র কোনক্রমে তাঁহার চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করেন না; পরন্তু নিজে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া পৃথ্বীর গৌরব খর্ব্ব করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। জয়চ্চন্দ্র পুনঃ পুনঃ

পৃথ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও জয়লাভে অসমর্থ। সুতরাং তিনি কোন প্রবল রাজশক্তির সাহায্যপ্রার্থী,—তজ্জন্য জাহাঁপানাকে স্মরণ করিতেছেন।—যদি দুষ্ট দমন হয়।

"তুমি কি ব'লে এসেছ ?"

"খোদাবন্দ ! হিন্দুস্থান বিজয়ের এরূপ সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করা অনুচিত বোধে তাঁহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি,—এখন হুজুরের মর্জ্জি।"

"বেশ করেছ সেনাপতি। প্রত্যেক কার্য্যের এক একটি উপলক্ষ্য থাকে, হিন্দুস্থান অধিকারের জন্য সেই উপলক্ষ্য জয়চ্চন্দ্র। অধর্ম্মের লীলাস্থল চিরপৌত্তলিক ভারতবর্ষ মোসলেম পদ-রেণু স্পর্শে ও বিধাতৃবিধানের অনুশাসনে পরম পবিত্রতা লাভ করিবে, সংবাদ যথার্থই শুভ। কুতুবদ্দিন ! অধিক বিলম্ব অনাবশ্যক। পুনরায় হিন্দুস্থানে মোসলেমশক্তির পরিচয় প্রদানার্থ অদ্য হইতেই সচেষ্ট থাক।" (১)

---

(১) প্রভূত পরাক্রমশালী মোহাম্মদ ঘোরী ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমে পেশওয়ার অধিকার করেন, পরে লাহোর হস্তগত করেন। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পঞ্জাব মন্থন করিয়া শিয়ালকোট নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এবং হোসেন খরমিলাক নামক একজন সেনাপতিকে তথাকার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে গমণ করেন।
(পাঠান রাজবৃত্ত)

কনোজ-কুমারী।

প্রবল প্রতাপান্বিত সোলতান শেহাবদ্দিন গাজী মোহাম্মদ ঘোরী, তদীয় সেনাপতি দূতবেশে ভারতপ্রত্যাগত কুতুবদ্দিন সহ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সেদিন দরবার ভঙ্গ হইল। রাজপুরুষগণ শাহী কায়দানুসারে কুর্নিশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পর দিবস হইতে ঘোর রাজধানী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধপ্রিয় বীরপুরুষগণ বহুদিন যুদ্ধাদির অভাব হেতু জড়বৎ অবসন্নচিত্তে অবস্থান করিতে ছিল, অদ্য সাজ সাজ রবে সকলের প্রাণে স্ফূর্ত্তি,—বদনে আনন্দ। অস্ত্রাগার হইতে রাশি রাশি তীর-তরবারি, বর্শা-বল্লম, বন্দুক প্রভৃতি বাহির করিয়া দিলেন, সৈন্যগণ স্ব স্ব পছন্দমত অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন রণকৌশল অভ্যাস করিতে লাগিল।

হিন্দুস্থান অভিযানের সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইল। দেশের প্রজাগণের মধ্য হইতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় যুদ্ধ যাত্রার জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল। সেনাপতি সকলকেই মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া আপাততঃ ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। সেনাপতি নবাগত সৈনিক প্রজাদিগকে বলিয়া দিতেছেন—"এ যুদ্ধে এত লোকের আবশ্যক

নাই ; তোমরা প্রস্তুত থাক, যদি আবশ্যক হয়, ডাকিয়া লইব।" হিতৈষী প্রজাগণ ইহা শ্রবণে স্বগৃহে প্রস্থান করিতে লাগিল।

তখন দেশবাসী সকলেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত, এ সম্বন্ধে রাজার কোন আদেশ নিষেধ ছিল না। শস্ত্রচালনা, তীর বাজী ও কুস্তি প্রভৃতি কার্য্যে যিনি যত অধিক পরিমাণে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিতেন, সমাজে তিনি তত অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। দেশে কোন যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে অথবা রাজা অন্যত্র কোথাও অভিযান করিলে দেশবাসীগণ বিনা বেতনে প্রাণপণে রাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিত। যুদ্ধকালে রাজকোষ হইতে তাহাদের পারিবারিক ব্যয় বহন করা হইত। যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের সংসার নির্ব্বাহ হেতু রাজ সরকার হইতে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতি যাহারা রাজার পক্ষে যুদ্ধ গমনে সম্মত নহে, তাহাদিগকে বিভিন্ন শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে 'জিজিয়া' নামক সামরিক কর আদায় করা হইত। তাহার ফলে বিপদ আপদে তাহারা রাজ সাহায্য প্রাপ্ত হইত।

কনোজ-কুমারী

সোলতান মোহাম্মদ ঘোরী পরম ধার্ম্মিক। দেশ শান্তি-পূর্ণ—প্রজাগণ রাজভক্ত। সকলেই সভ্য ভব্য সুশিক্ষিত ও স্বধর্ম্মানুরক্ত। হিন্দুস্থান অভিযানের জন্য দেশ মধ্যে বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল; আমরা এই অবসরে একবার দিল্লীর দিকে গমন করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথ্বীরাজ।

"মন্ত্রীবর! ভারতের সমস্ত রাজা মহারাজা দিল্লীশ্বরকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার ক'রলো, দুর্ম্মতি জয়চ্চন্দ্র পুনঃ পুনঃ পরাজিত হ'য়েও শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'ল না! এখনও তার উচ্চ আশা, এখনও দিল্লীর গৌরব ধ্বংস ক'রতে বাসনা! এখনও জয়চ্চন্দ্র যুদ্ধায়োজনে ব্যস্ত! চতুর্দ্দিকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। তার অকস্মাৎ গুপ্ত আক্রমণের গতিরোধ করার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।"

"মহারাজ, নিশ্চিন্ত থাকুন! সে বিষয় সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক আছে। দিল্লীর এক প্রাণী অবশিষ্ট থাক্‌তে কেহ দিল্লীশ্বরের গৌরব খর্ব্ব ক'রতে সমর্থ নহে।"

একদা সন্ধ্যার প্রারম্ভে দিল্লী-রাজভবনের এক নিভৃত কক্ষে মহারাজ পৃথ্বী ও তদীয় মন্ত্রী এইরূপ কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন, এমন সময় রাজ-সহচর রহস্যপ্রিয় চাঁদকবি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"এ সব বাজে চিন্তায় মহারাজের মাথাব্যথা কেন! আমরা সমস্তই ঠিক ক'রে রেখেছি। দিল্লীর বিপক্ষে যিনি আসবেন, তিনিই অচিরে 'প'য়ে আকার দিবেন অথবা একেবারে নিশ্চিন্তপুরে গমন ক'রে চির-বিশ্রাম লাভ ক'রবেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হবে। চলুন মহারাজ যে কয়দিন শান্তিতে আছেন—একটু আনন্দ উপভোগ করা যাক্। সর্ব্বদা নীরস রাজনৈতিক চিন্তায় চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'তে পারে। যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হ'লে তখন আর উপযুক্ত অবসর থাক্‌বে না, আসুন, প্রমোদ-মন্দির মহারাজের বিচ্ছেদে আকুল হ'য়ে রয়েছে।"

মহারাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া মন্ত্রীসহ প্রমোদ-ভবনে গমন করিলেন, চাঁদকবিও তাঁহাদের সঙ্গে রহিলেন। তিন জনে প্রমোদ-গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে কতকগুলি সুন্দরী যুবতী অপূর্ব্ববেশে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহারাজের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্য-গীতে নিমগ্না হইল। রসিকশ্রেষ্ঠ কবিবর ক্ষিপ্রগতিতে সুরাদেবীর উদ্দেশ্যে পান-পাত্র বাহির করিলেন, তদ্দৃষ্টে সুরা-ভাণ্ড-কর-ধৃতা একটী ষোড়শী বিদ্যুৎবেগে রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সোমরস সুধা পরিবেশনে নিযুক্ত হইল। সকলেই সেই সঞ্জীবনী সুধা-পাত্র চুম্বন করিয়া এক কল্পনাতীত সুখ-সাগরে অঙ্গ ভাসাইয়া দিলেন। কবিবর নূতন নূতন ছন্দে রসাল-কবিতা-ঝঙ্কারে নর্ত্তকীগণের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। রাজ-মন্ত্রী মুষ্টি মুষ্টি রজত মুদ্রা উপহার দিয়া তাঁহাদের প্রশংসা-ভাজন হইতেছেন। মহারাজ অত্যধিক সুরাপান হেতু অলস-অবস-চিত্তে সমস্তই সন্দর্শন করিতেছেন;—মধ্যে মধ্যে এক একবার 'বাহবা' দিতেছেন। গায়িকাগণ নূতন নূতন সঙ্গীত-সুধা-বর্ষণে রাজাকে আরো ভাব-মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছে। কয়েকটী রসিকা যুবতী আবেগভরে রাজার চরণপ্রান্তে উপবিষ্টা হইয়া বিবিধ নৃত্য-কলাপূর্ণ অঙ্গ-ভঙ্গী ও সুধামাখা প্রেম-সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া আত্ম-চরিতার্থ বোধ করিতেছে। পৃথ্বীরাজ অধৈর্য্য হইয়া বাহুযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক এক একটী সজীব কুসুমকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতেছেন, আবার তাহাদের রক্তিমগণ্ডে স্বীয় মধুময় অধর সংস্পর্শ-করতঃ এক একটী সোহাগ-রেখা অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন। তদ্দর্শনে

মন্ত্রীবর চাঁদকবিকে সঙ্গে লইয়া প্রমোদ-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহারাজ স্বর্ণপর্য্যঙ্কে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন, আমোদ-স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া প্রমোদ-মন্দির প্লাবিত করিতে লাগিল।

প্রেমিক পৃথ্বীরাজের প্রতাপে পৃথিবী প্রকম্পিত; পাপ-স্রোতে হিন্দুস্থান কলুষিত। সুন্দরী-সেবায় পরমভক্ত পৃথ্বী-রাজের একটী মহৎ গুণ এই যে তিনি দরিদ্র-পীড়ন করেন না। অধীনস্থ রাজা মহারাজা গণের নিকট নূতন নূতন কামিনী সংগ্রহের জন্য আদেশ করিতেন; যে রাজা যত অধিক ও উৎকৃষ্ট রমণী-রত্ন উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিতে পারিতেন, তিনি ততোধিক রাজকীয় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের মধ্যে পৃথ্বীরাজের ভগ্নি-পতি আজমীর-রাজ সমরসিংহ বোধ হয় এই কামিনী সংগ্রহ-ব্যাপারে অধিক যশস্বী; তজ্জন্য তিনি পৃথ্বীরাজের পরম প্রিয়-পাত্র। যুদ্ধ-বিগ্রহেও সমরসিংহ সর্ব্বদা পৃথ্বীর অগ্রগামী থাকেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজ আহ্নিকাদি প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সভাসদগণ যথা-বিহিত ভক্তি সম্মান-প্রদর্শন পূর্ব্বক মহারাজের স্তুতি-বাদনাদি পাঠ করিলেন। অতঃপর রাজকার্য্য আরম্ভ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকাণ্ড সভাগৃহ বহুমূল্য প্রস্তরাস্তরণে আস্তৃত। দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী সারি সারি সুসজ্জিত লতা-পাতা-পুষ্প পরিশোভিত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট প্রস্তর-বিনির্ম্মিত গৃহপ্রাচীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নির্ম্মাতাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এইরূপ সভাগৃহের মধ্যস্থলে প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজচক্রবর্ত্তী দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ মণিময় সিংহাসনে সমাসীন। তাঁহার তপ্তকাঞ্চনবৎ বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হীরক-খচিত মুকুটের আভায় আরো সুন্দর দেখাইতেছে। সর্পাকৃতি স্বর্ণময় পিধানে সুদীর্ঘ অসি সিংহাসনের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। ঊর্দ্ধে মস্তকোপরিভাগে রজত-সূত্র-বিমণ্ডিত সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ। চতুর্দ্দিকে প্রথম পংক্তিতে শত শত ভীম-কায় রক্ষিসৈন্য তীক্ষ্ণধার খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান; তাহাদের পশ্চাতে অন্য এক পংক্তি, সুদীর্ঘ বল্লমধারী রক্ষিসৈন্য। মহা-রাজের দক্ষিণপার্শ্বে মন্ত্রীবর ভীমসিংহ, বামপার্শ্বে চাঁদ কবি, এবং সম্মুখভাগে কতকগুলি মুণ্ডিতমস্তকে শুভ্র রেফ-ফলাবৎ টিকিধারী পণ্ডিত ও অন্যান্য বহুল সভাসদ উপবিষ্ট।

পৃথ্বীরাজের রাজসভা দর্শনে বাস্তবিকই মানব-মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। তিনি তৎকালীন ভারত-সম্রাট; কার্য্যতঃ সম্রাটোপযোগী কোন আড়ম্বরের অভাব তাঁহার ছিল না। রাজ-প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী সুবৃহৎ দেবমন্দির। তাহাতে স্বর্ণ

রৌপ্যবিমণ্ডিত বহু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং প্রত্যহ যথা বিহিত পূজাদি সম্পন্ন হেতু উপযুক্ত পুরোহিত নিযুক্ত রহিয়াছে। রাজঅন্তঃপুরে শত সহস্র মহিষী ও অসংখ্য দাসদাসী। সৈন্যবারিকে লক্ষ লক্ষ কৃতান্তসদৃশ বীরসৈন্য—সহস্র সহস্র হয় হস্তী ;—রাজকোষ বহু ধনরত্নে পরিপূর্ণ।

একমাত্র রাজা জয়চ্চন্দ্র ভিন্ন বিশাল ভারতবর্ষের সমস্ত রাজাই তাঁহার আজ্ঞাধীন। জয়চ্চন্দ্রও প্রবল শক্তিশালী রাজা।

———০*০———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদর্শনে।

"অমন ক'রে রাতদিন চিন্তা ক'রলে আর কয়দিন বাঁচবে—বল দেখি?"

"বেঁচে থেকে আর ফল কি সখি? যাঁর জন্য এ প্রাণ, তাঁকেই যদি না পাই—তবে, জীবনে আর কাজ কি?"

"এখানে ব'সে শুধু চিন্তা করলে তো আর তাকে পাওয়া যাবে না! তার জন্য কোন উপায়বলম্বন করতে হবে।"

"কি উপায় যমুনা! আমার হৃদয়ের বেদনা, প্রাণের

আকাঙ্ক্ষা ; কিছুই তিনি অনুভব করতে পারেন নাই। একবার মাত্র সাক্ষাৎ লাভ হ'লে, তাঁর চরণ কমলে জীবন মন সমর্পণ করতেম !"

"প্রিয় সখি ! অধৈর্য্য হ'য়োনা। ইচ্ছাময় ভগবান কারো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। একবার এসেছিলেন, আবার আস্‌বেন। যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে নিশ্চয়ই তাঁর সন্ধান পাব। তখন যেরূপে হোক তোমার আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিকট নিবেদন ক'রব।"

"কিন্তু, তিনি তা' গ্রাহ্য করবেন, তার বিশ্বাস কি ? তিনি মুসলমান। শুনেছি যে, মুসলমানেরা পৌত্তলিক-জাতিকে ঘৃণা করেন।"

"শান্ত হও সজনী ! প্রেমের নিকট জাতিবিচার নাই। প্রেম-প্রণয় প্রাণের আকর্ষণ। তুমি যথার্থই যদি তাকে প্রাণ সমর্পণ ক'রে থাক ; যথার্থই যদি তোমার মহাপ্রাণ তার জন্য আকুল হ'য়ে থাকে ; নিশ্চয় জে'ন সখি, তার প্রাণও তোমার জন্য কম্পিত হ'বে।"

কান্যকুব্জ রাজ-অন্তঃপুর সংলগ্ন একটী মনোহর উদ্যান মধ্যে এক গভীর ধ্যাননিরতা অপ্সরা বিনিন্দিত তরুণী উপবিষ্টা। বৈকালিক মৃদুমন্দ সমীরণ উদ্যানস্থ কুসুম

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজির অপূর্ব্ব সুগন্ধ বহন করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, অলিকুল গুন গুন স্বরে মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া বেড়াইতেছে, সমীরণের মৃদু কম্পনে পত্র-পুষ্প-লতা-বল্লরী আবেশ ভরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া একে অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে ; অদূরে রসালশিরে থাকিয়া থাকিয়া কোকিল মধু কুহুস্বরে বিরহীর প্রেমতানে মূর্চ্ছনা প্রদান করিতেছে ; দয়েল, পাপিয়া দলে দলে নাচিয়া নাচিয়া সুমধুর পিউ পিউ তান তুলিয়াছে।—ধ্যান মগ্না যুবতী তাহার কিছুই যেন অবগত নহে ! একমনে, একধ্যানে স্বর্ণ প্রতিমাবৎ নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে স্বীয় আরাধ্য জনের চিন্তায় মনঃপ্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছে। দিনমণি অস্তমিত প্রায় ; এমন সময় অন্য একটী সদ্যফুটন্ত কুসুমবৎ সুন্দরী যুবতী ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া বলিল

"অমন ক'রে রাতদিন চিন্তা করলে আর কয়দিন বাঁচবে বল দেখি ?"

ধ্যানমগ্না যুবতী তাহার দিকে একটী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—

"বেঁচে আর ফল কি সখি !"—

এই ধ্যানমগ্না যুবতী [illegible] [illegible] চন্দ্র

দুহিতা—সংযুক্তা; দ্বিতীয়া যুবতী তাহারই প্রিয়সখী যমুনা। সংযুক্তা ও যমুনা উপরিল্লিখিত কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়াছে। সন্ধ্যা সমাগত হইয়া অল্প অল্প অন্ধকারে উদ্যানভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে পুরুষ-কণ্ঠে শব্দ হইল,—

"পাপিষ্ঠা! এই কি আজন্ম ভালবাসার প্রতিদান? কে তোমার মনঃপ্রাণ হরণ করেছে, কা'র চরণে জীবন মন সমর্পণ ক'চ্ছ! কান্যকুব্জ রাজকুলের কলঙ্ক-সংযুক্তা! আর নিস্তার নাই। আর প্রতারণা চলবে না,—সমস্তই শ্রবণ করেছি। বিধর্ম্মি তোমার চিন্তার বিষয়, মুসলমান দূত তোমার প্রেমাস্পদ! মহারাজ এ শুভ সংবাদ অবগত হ'লে তোমার কি অবস্থা হবে একাবর ভেবেছ কি?—যমুনা! তোমারও কি মতিচ্ছন্ন ঘটেছে?"

যুবতীদ্বয় নির্ব্বাক, লজ্জায় অবনত মস্তক। কাহারো মুখে কোনরূপ শব্দ নাই; কিছুক্ষণ এইভাবে অতীত হইল। আবার সেই পুরুষ কণ্ঠ নিস্থত পরুষবাক্যে উদ্যানভূমির নীরবতা ভঙ্গ করিল। পুরুষ বলিল,—

"সংযুক্তা! বাল্যাবধি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবেসে আসছি, তুমিও আমাকে ভাল বাসতে। এ হৃদয়ে দিবানিশি তোমারই মোহন মূর্ত্তি বিরাজিত। সত্যই কি তুমি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমাকে প্রতারিত ক'রবে ? তোমার জন্য জীবন পণ করেছি ; তোমাকে না পেলে মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। আজ কয়েক মাস পর্য্যন্ত তোমার ভাবান্তর দেখে আমি তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, এতদিনে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হ'ল। একথা মহারাজের কর্ণগোচর হ'লে তোমার জীবন বিনষ্ট হ'বে। অধিকন্তু লজ্জায় সকলের মস্তক অবনত হ'য়ে পড়বে।—যৌবনের প্রথম হিল্লোলে প্রবৃত্তি দমন করা শক্ত ব্যাপার, অনেকেরই ওরূপ হয়। যা' হয়ে গেছে তার আর উপায় কি। সংযুক্তা ! এই উদ্ভট চিন্তা পরিত্যাগ কর, আমি একথা গোপন রা'খবো, কেউ কিছু জানতে পারবে না। এখনও সুপথে এস, এ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি বারি সিঞ্চন কর।—তুমি আমার হও।

যমুনা ! ভগ্নি ! তুমিও ত জান, রাজা-রাণী আমাকে কত ভাল বাসেন। তুমি ও আমায় কত আশ্বাস বাক্য বলেছ, আজ সে সমস্ত কথা ভুলে গে'ছ নাকি ? বল যমুনা, আমার সেই চির পোষিত বাসনা সফল হ'বেনা কি ?"

যমুনা উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে রাজকুমারী তেজ গর্ব্ব-ভরে বলিল—"সাবধান সুনাসিংহ ! বাল্য হ'তে এক অন্নে পরিপুষ্ট,—একত্র খেলাধূলা,—ভ্রাতৃভাবে প্রতি-

পালিত—তুমি ভ্রাতা, আমি তোমার ভগ্নী। এক্ষেত্রে কেন এরূপ পাপ, বাসনা হৃদয়ে পোষণ; ক'চ্ছ বুঝতে পারিনা। রাজা-রাণী তোমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন সত্য, কিন্তু এ পাপ বাসনার বিন্দুবিসর্গও অবগত হ'তে পারলে তোমার কি দুর্দ্দশা ঘ'টবে তা' একবার ভেবে দেখেছ কি? ভগ্নির প্রতি ভ্রাতার এই উপদেশ!—রাজা আমার কি ক'রবেন, দেশের লোক কি ব'লবে; যাঁকে প্রাণ সমর্পণ করেছি, তা'র জন্য প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার। লোকের ভয়ে ত আর দ্বি-চারিণী হ'তে পারি না? যাও সূর্য্যসিংহ! যাকে ইচ্ছা আমার সংকল্প ব'লে বেড়াও, সংযুক্তা তা'তে ভীতা নহে। আর তোমার চিরপোষিত পাপ কামনা পরিত্যাগ ক'রে কলুষ হৃদয়ের পবিত্রতা সাধন কর—ধর্ম্ম আছে; ভগ্নির প্রতি ভ্রাতার এরূপ বাসনা ধর্ম্মে সহিবে না!"

সূর্য্যসিংহ ব্যঙ্গস্বরে বলিল—বেশ ত ধর্ম্মশীলা সংযুক্তা! বিধর্ম্মী পদে আর্য্য-রমণীর প্রাণ সমর্পণ ধর্ম্মের অসহ্য হবে না, আর সেনাপতি সূর্য্যসিংহের বৈধ বাসনা ধর্ম্মে সহিবে না? নব যৌবনের তরল উন্মাদনা এমনই মানবকে কুপথগামী করে বটে। অস্পৃশ্য জাতি; যাকে স্পর্শ ক'রলে ত্রিরাত্রি উপবাস পূর্ব্বক স্নানাহ্নিক ক'রে পবিত্রতা লাভ করতে হয়! সেইই তোমার হৃদয় সর্ব্বস্ব! এখন বুঝ্‌তে পা'রবে না সংযুক্তা; পরে

সমস্তই বুঝবে। আমি আপাততঃ এ সংবাদ গোপন রা'খব।—যমুনা! তুমি সংযুক্তার প্রিয় সহচরী। রাঠোর রাজবংশ নিষ্কলঙ্ক রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা রেখ—আমি চল্লুম।

সংযুক্তা ক্রুদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া তীব্র স্বরে বলিল "পাপিষ্ঠ!—মুসলমান অস্পৃশ্য? আমার হৃদয়মণি অস্পৃশ্য? সাবধান সূর্য্যসিংহ! সেনাপতি ব'লে সংযুক্তা তোমাকে ভয় করে না। সেনাপতি ভৃত্য মাত্র। ভৃত্যের নিকট 'প্রভুকন্যা কাকে ভালবাসে' সে কৈফিয়াৎ দিতে বা তাহার দোষ গুণ শুনতে ইচ্ছা করে না।"

সূর্য্যসিংহ আর বাক্যব্যয় না করিয়া প্রস্থান করিল। সংযুক্তা একাকী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া নীরব হইল। তখন যমুনা বলিল—"সখি, নীরবে সমস্তই সহ্য কর। একটু কপটতা অবলম্বন ক'রে যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে হবে। যুদ্ধকালে ঘোর প্রদেশের সেই বীরপুরুষ নিশ্চয়ই এদেশে আ'সবেন। আমি দূতবেশে তোমার আকাঙ্ক্ষা তা'র চরণে নিবেদন ক'রবো। মনোভাব একটু প্রচ্ছন্ন রাখ, পূর্ব্বে ইহা প্রকাশ পেলে সব চেষ্টা বিফল হইবে।—চল, এখন বিশ্রাম করিগে, রাত্রি অনেক হ'য়ে গেছে।

এই বলিয়া যুবতীদ্বয় মরাল গমনে উদ্যানভূমি পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিরৌরী যুদ্ধ।

অনেক দিন অতীত হইয়াছে। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে জয়-চন্দ্রের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে মোহাম্মদ ঘোরী কয়েক সহস্র সৈন্য সহ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই বিতুন্দর অধিকার করিলেন। শত্রুর আগমন সংবাদ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি তিন সহস্র রণহস্তী ও দুই লক্ষ সৈন্য সহ মুসলমানদের গতি-রোধ করিতে ধাবিত হইলেন। মোহাম্মদ ঘোরী ও দিল্লী অভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিরৌরীর

বিশালক্ষেত্রে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। হিন্দু সৈন্য সংখ্যায় অধিক, কিন্তু ঘোরী তাহাতে ভীত হইলেন না।

সাহায্যপ্রার্থী মহারাজ জয়চ্চন্দ্রের সৈন্যবৃন্দ মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইল। মুসলমানগণ বন্ধুভাবে তাহা দিগকে পশ্চাদ্দিকের রক্ষি-স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া নিজেরা সম্মুখের শত্রুসৈন্য মথিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

জয়চ্চন্দ্রের সেনানায়ক সূর্য্যসিংহ, মুসলমান সেনাপতি কুতুবদ্দিন। কনোজকুমারী কুতুবদ্দিনের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী, সূর্য্যসিংহ কনোজ কুমারীর প্রেমে মুগ্ধ। কুতুবদ্দিন এখনও সংযুক্তার প্রেমকাহিনী অবগত নহে। সূর্য্যসিংহ মনে করি লেন, এই সুযোগে কুতুবকে জগত হইতে অপসারিত করিতে পারিলে সংযুক্তা লাভের পথ সুপ্রশস্ত হইবে। সুতরাং সূর্য্য-সিংহ গুপ্তভাবে পৃথ্বীরাজের সেনাপতি সহ পরামর্শ করিয়া নিজের সমস্ত সৈন্য সর্ব্ববিষয়ে নিশ্চেস্ট করিয়া রাখিলেন। শত্রুসৈন্য পশ্চাতে হাটিতে হাটিতে ক্রমশঃ মুসলমান সৈন্যের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে পরিবেস্টন করিয়া ফেলিল; সূর্য্য-সিংহের সৈন্যগণ কোনরূপ বাধা প্রদান করিল না। কুতু-বদ্দিন ও জয়চ্চন্দ্র কেহই এ দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত নহেন। অল্পসংখ্যক মুসলমান সৈন্য চতুর্দ্দিকের প্রচণ্ড আক্রমণে ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে লাগিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া মুসল-

মানগণ সূর্য্যসিংহের সৈন্যগণের দিকে অগ্রসর হইল। সেনাপতির ইঙ্গিত ক্রমে হিন্দু সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল, মুসলমানগণ ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

কুতুবদ্দিন ইহা দেখিয়া সকলকে ফিরাইবার জন্য তদ্দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু কাহাকেও আর ফিরাইতে পারিলেন না। সুলতান একাকী সিংহ বিক্রমে শত্রু-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজের সেনাপতি গোবিন্দ রায় ঘোরীকে নিহত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সোলতান তাহাকে লক্ষ করিয়া ভীমবেগে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, প্রবল আঘাতে তাহার সম্মুখস্থ দন্তদ্বয় ভগ্ন হইল। গোবিন্দ রায় ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার বাহুতে আঘাত করিলেন। মোহাম্মদ ঘোরী পশ্চাৎবর্ত্তী হইবার অভিপ্রায়ে অশ্ববল্গা ধারণ করিলেন, কিন্তু ক্ষতস্থানের যন্ত্রনা অসহ্য হওয়ায় তিনি অশ্বপৃষ্ঠে স্থির থাকিতে না পারিয়া পতনোন্মুখ হইলেন। একজন মুসলমান সৈন্য দূর হইতে এই অবস্থা দর্শনে বিদ্যুৎবেগে আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে আরোহণ পূর্ব্বক উভয়ে রণক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান সৈন্য কেহই রহিল না, সূর্য্যসিংহ বহু পূর্ব্বে স্বসৈন্যে পলায়ন করিয়াছেন। সুতরাং জয়শ্রী

পৃথ্বীরাজের গলদেশে বিজয়মাল্য অর্পণ করিলেন। মোহাম্মদ ঘোরী সসৈন্যে স্বীয় অধিকৃত বিতুন্দর দুর্গে উপস্থিত হইলেন, হিন্দুগণ ও সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্গ অবরোধ করিয়া ফেলিল। একাদিক্রমে ত্রয়োদশ মাস ব্যাপী অবরোধের পর ও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সন্ধিস্থাপন করিয়া শত্রুগণ প্রস্থান করিল। সোলতান অতঃপর স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
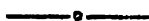
সংকল্প প্রকাশ।

"বিধাতঃ! কোন্‌গুণে পৃথ্বীর গলে বিজয়মালা অর্পণ করলে? সত্যই কি পৃথ্বীরাজ—রাজচক্রবর্ত্তী? আর আমি কনোজের তুচ্ছ রাজছত্র মস্তকে ধারণ ক'রে লোক সমাজে হাস্যাস্পদ! বীরের চির ঈপ্সিত, পৃথিবীর সাররত্ন, সাধনার সামগ্রী বিজয়মালা পুনঃ পুনঃ নরাধম পৃথ্বীর গলে শোভিত হ'ল। আমার এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সমস্তই ব্যর্থ! চির-আকাঙ্খার সামগ্রী জয়লক্ষ্মী মোসলেম সাহায্যেও লাভ করতে সমর্থ হলেম না?—মন্ত্রী! এই বারবার পরাজয়ের প্রায়শ্চিত্ত কি?

না, আর এ কলঙ্ক-কালিমা মাখা কুৎসিত বদন লোকসমাজে দেখান উচিত নহে। আর আমি এ সিংহাসন কলঙ্কিত করব না। অদ্যই লোকালয় ত্যাগ ক'রব।" "রাজন! কেন বৃথা আত্মগ্লানি কচ্ছেন। জয় পরাজয় অনিশ্চিত, মানব ভাগ্য চিরদিন সুখ দুঃখ বিজড়িত। আপনি বিজ্ঞ—বিচক্ষণ; আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার বাতুলতা মাত্র। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সামান্য পরাজয়ে কেন আপনি সেই অমূল্য রত্ন ধৈর্য্যহারা হচ্ছেন! প্রকৃতিস্থ হউন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। আজ পরাজয়, কাল আবার বিজয় লক্ষ্মী অঙ্কগতা হ'তে পারে।"

"না, মন্ত্রীবর! সে সম্মান আমার ভাগ্যে নাই। যদি থাকতো, তা'হলে মাতামহ অনঙ্গপাল আমাকে উপেক্ষা ক'রে, নরাধম পৃথ্বীর করে গৌরবময়ী দিল্লীর রাজ-সিংহাসন প্রদান ক'রবেন কেন? যেদিন হ'তে দিল্লীর রাজদণ্ড পৃথ্বীর করে শোভিত হয়েছে, সেই দিন হ'তে আমি প্রাণে এক দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আসছি; একটা দুর্দ্দমনীয় হিংসার তাড়নায় দিবা বিভাবরী অস্থির হচ্ছি। সেই তাড়নার বশবর্ত্তী হ'য়ে বারবার পৃথ্বীর বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করি, সবই ত জান মন্ত্রী! কিন্তু তা'তে কি ফল লাভ কল্লেম? না, আমার এ সিংহাসন ত্যাগ করাই উচিৎ।"

এমন সময় সেই সভাগৃহে একটা পরমা সুন্দরী রমণী ধীর পদবিক্ষেপে প্রবেশ করিল। রমণী—ফুটন্ত যৌবনোন্মুখী। সৌন্দর্য্যচ্ছটা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে যেন উছলিয়া পড়িতেছে।

পাঠক! এ রমণীকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? এ অন্য কেহ নহে,—আমাদের আখ্যায়িকা-বর্ণিত রাজকুমারী সংযুক্তার সখী যমুনা। যমুনা সিংহাসন সমীপবর্ত্তী হইয়া বিদ্যুত্তরঙ্গবৎ তীব্রস্বরে বলিল,—"শোক ত্যাগ করুন মহারাজ! এ পরাজয় আপনার দুর্ব্বলতা-বশতঃ হয় নাই। এ পরাজয় আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ নহে। এ পরাজয়ের ভিতর একটা গভীর রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত রয়েছে। আজ আমি এই প্রকাশ্য রাজ-সভায় সকলকার সাক্ষাতে তাহা উদ্ঘাটন ক'রে দিচ্ছি। গুপ্ত ষড়যন্ত্র ভিন্ন কা'র সাধ্য মুসলমান শক্তিকে পরাজয় করতে পারে? শুনুন মহারাজ, প্রভুভক্ত সেনাপতির গুপ্ত রহস্য শ্রবণ করুন। সমাসিংহ রাজকুমারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী; রাজকুমারী সংযুক্তা বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি কুতুবদ্দিনকে পতিত্বে বরণ করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প। সমাসিংহ পূর্ব্বে এ সংবাদ অবগত হ'য়ে কুতুব-দ্দিনকে নিহত ক'রবার জন্য বিপক্ষদলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিমন্ত্রিত সৈন্যের বিপক্ষে স্বীয় সৈন্য পরিচালনা করেন;

স্বল্পসংখ্যক মুসলমানগণ এ বিষয় বিন্দুমাত্রও অবগত নহে। সুতরাং তাহারা দুইটী প্রবল শক্তির সংঘর্ষণে অন্যায়রূপে নিষ্পেষিত হয়েছে। দুর্ম্মতি সূর্য্যসিংহ এখনও রাজকুমারীকে লাভ ক'রবার জন্য অনেক চেষ্টা, অনেক অনুনয় বিনয় করছে। রাজকুমারী সেনাপতির ব্যবহারে মর্ম্মাহত হ'য়ে জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন কচ্ছেন।

জয়চ্চন্দ্র।—সেনাপতি? যমুনা কি বলছে? হায়, হায়! হতভাগিনী সংযুক্তার জন্যই আমার সমূহ অপমান! শেষে নিষ্কলঙ্ক চৌহান রাজবংশের দুরপনেয় কলঙ্ক কাহিনী শ্রবণ করতে হ'ল?

সূর্য্যসিংহ।--মহারাজ! যমুনার সমস্ত কথাই সত্য। কনোজ-কুমারীর উদ্ভট-চিন্তা অপসারিত ক'রবার জন্য ভৃত্য যুদ্ধকালে বিপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে পাপ-যবনকে বিতাড়িত ক'রবার চেষ্টা করেছে;—তাতে যা' অপরাধ, ন্যায্য-বিচারে তার শাস্তিদান করুন,—ভৃত্য অবনত-মস্তকে তা' গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে।

জয়চ্চন্দ্র।--অপরাধ গুরুতর! সংযুক্তার সংকল্প পূর্ব্বে অবগত হ'য়েও আমাকে জানাও নাই; দ্বিতীয়--সাহায্যার্থে নিমন্ত্রিত সৈন্যের অপমান করা; তৃতীয়- এখনও এই সমস্ত বিষয় গোপন রাখা।—সূর্য্যসিংহ! তোমার বিচার

পারে হ'বে। আপাততঃ সংযুক্তার বিধান করা একান্ত আবশ্যক। কনোজ-কুমারী বিজাতীয় প্রেমে মুগ্ধা; ইহা স্মরণেও মহাপাতক। এই সংবাদ প্রকাশ হ'য়ে পড়লে জগত-সমক্ষে মুখ দেখান ভার হ'বে। এখন কি করি!—পাপিষ্ঠাকে জীবন্ত চিতানলে ভস্মীভূত ক'রে ফেল্লেও এ কলঙ্ক-মোচন হ'বে না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না। সাবধান! এক প্রাণীও যেন এ সংবাদ জানতে না পারে। এই বলিয়া জয়চ্চন্দ্র অন্তঃপুরাভিমুখে বেগে প্রস্থান ক'রলেন। সেনাপতি, রাজমন্ত্রী ও খুল্লতাত বৃদ্ধ রাওমল সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

জয়চ্চন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে রাজ-মহিষীকে বলিলেন—"রাণি! তোমার গুণধারী দুহিতা কোথায়?—সত্বর ডাক।

মহিষী এইমাত্র সংযুক্তার মনোভাবে অবগত হইয়া অনেক সাধা-সাধনায় তাহার মতি-পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ-বদনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং ব্যাপার সহজেই বুঝিতে পারিয়া দুহিতাকে ডাকিলেন। সংযুক্তা লজ্জাবনত-বদনে প্রিয়সখী যমুনার সঙ্গে পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইল। জয়চ্চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সংযুক্তা! তোমার সম্বন্ধে যে গুরুতর অপবাদের কথা শ্রবণ করলেম তা' কি সত্য?

সংযুক্তা লজ্জা-বিজড়িত স্বরে বলিল—অপবাদ কি পিতা! হৃদয়ের গুপ্ত-বহ্নি আর চেপে রাখতে পারছি না, স্বতঃই প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠছে। কনোজ-রাজ-কুমারী বিশেষ কোন অপবাদের কার্য্য করে নাই। উপযুক্ত পাত্রেই আত্ম-সমর্পণ করেছে। একেশ্বরবাদী প্রবল শক্তিশালী মুসলমান জাতি হিন্দু অপেক্ষা কোন্ অংশে,—

"সাবধান প্রগল্‌ভা বালিকা! কোন্ বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ তাহা স্মরণ রেখে কথা বলিও"—বৃদ্ধ রাওমল কম্পিত কণ্ঠে এই কয়টী কথা বলিয়া নীরব হইলেন।

জয়চ্চন্দ্র বলিলেন—সংযুক্তা! কা'র সম্মুখে কথা বলিতেছ তাহা ভেবেছ কি?

সংযুক্তা বলিল—হাঁ পিতা, ভেবেছি ব'লেই সমস্ত কথা অকপটে ব'লতে সাহস কচ্ছি। তাঁর জন্য—

"মা সংযুক্তা! তুই পাগল হলি নাকি বাছা? আমাদের মুখে চুণকালী দিস্‌না। কোথাকার কে বিদেশী সেনাপতি, আর তুই রাজকুমারী। ভগবান! আমার বাছাকে সুমতি দাও;"—রাজমহিষী করুণ-কণ্ঠে ইহা বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

জয়চ্চন্দ্র বলিলেন—শোন্ কালামুখি! সূর্য্যসিংহকে কোন্‌গুণে হীন বলে মনে করিস্। যদি নিতান্তই সূর্য্যসিংহের

প্রতি ঘৃণা হয়ে থাকে, কোন উচ্চবংশীয় রূপগুণ সম্পন্ন যশস্বী রাজকুমারের সঙ্গে তোর পরিণয় ক্রিয়া সংঘটন ক'রে দিব। উদ্ভট চিন্তা পরিত্যাগ কর্।

সংযুক্তা বলিল,—পিতা হয়ে কন্যাকে দ্বিচারিণী হ'বার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, কি লজ্জা! কি ঘৃণা!! সেই দূতবেশী সেনাপতিই আমার পতি। অন্য কাহাকেও জানিনা, তিনি আমার হৃদয় দেবতা, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব!

জয়চ্চন্দ্র ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন,—উন্মাদিনী! কিছুকাল তোকে চিন্তা ক'রবার অবসর দিলাম। এর মধ্যে যদি তোর সুমতি না হয়, পরে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করা যা'বে।—মহিষী! সংযুক্তাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রেখ, যেন কোনরূপ অঘটন সংঘটন ক'রবার সুযোগ না পায়। অতঃপর মহারাজ, রাওমল ও মন্ত্রী সমভি-ব্যাহারে মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তাহ পরে রাজ্যমধ্যে প্রচার হইল—"কনোজাধিপতি মহারাজ জয়চ্চন্দ্র-দুহিতা স্বয়ম্বরা হইবেন, তজ্জন্য মহারাজ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখও নির্দ্ধারিত হইল। আজমীরপতি ও পৃথ্বীরাজ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত রাজার নিকট নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইল। কান্যকুব্জ রাজপুরীতে বিরাট উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই উৎসবে জয়চন্দ্রের দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য—রাজসূয় যজ্ঞে সমস্ত রাজন্যবর্গ উপস্থিত হইয়া মহারাজার সম্মান বর্দ্ধন করিবেন, তাহার ফলে জয়চন্দ্রের রাজচক্রবর্ত্তী উপাধী লাভ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—নৃপতিবৃন্দ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া সভায় উপস্থিত থাকিবেন, রূপমুগ্ধা সংযুক্তা সেই সমস্ত রাজা মহারাজাদিগকে দর্শন করিলে নিশ্চয়ই কাহারো রূপে মুগ্ধা হইয়া পতিত্বে বরণ করিবে, রাঠোর কুলের কলঙ্ককালিমা চিরতরে বিনষ্ট হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পত্র প্রেরণ।

"যমুনা! এখন উপায় কি? তাঁকে একবার প্রাণের বেদনা জানা'তে পার'লে পরে যা' হয় হ'ত। পিতার হস্তে নিষ্কৃতি নাই। বল সখি, এখন আমি কি করি!"

"উপায় আছে সজনী। আমি অহোরাত্র তোমার বিষয় চিন্তা ক'রে একটী উপায় বা'র করেছি। তুমি স্বহস্তে একখানা পত্র লিখে ঘোর প্রদেশে প্রেরণ কর। তিনি জানতে পারলে নিশ্চয়ই তোমাকে রক্ষা ক'রবেন।"

"পত্র কে নিয়ে যাবে সখি!"

"আছে, লোক আছে। যোধমল আমার কথায় জীবন দিতে প্রস্তুত। তরুণ যুবক আমার রূপে মুগ্ধ। আমিও তাকে আশায় প্রলুব্ধ ক'রে রেখেছি। পত্র লিখ; তারই দ্বারা পাঠিয়ে দিব।"

সংযুক্তা সময় মত লোক-চক্ষুরন্তরালে বসিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্রে ব্যস্ততার সহিত কয়েকছত্রে সংক্ষিপ্তভাবে প্রাণের আবেগ লিপিবদ্ধ করিল। লিপি সমাপ্ত হইতে দেখিয়া যমুনা তাড়াতাড়ি সংযুক্তার হস্ত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। পত্র এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

"বীরবর! অভাগিনী সামান্যা রমণী। দাসীর প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন। যখন আপনি দূতরূপে কনোজ-রাজভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনই আপনার প্রভাত-সূর্য্য-কর লাঞ্ছিত রূপ-জ্যোতি দর্শনে এবং আপনার গুণ গরিমার পরিচায়ক বীরত্ববাণী শ্রবণে এ হতভাগিনী আপনারই পদে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছে। এক্ষণে দাসী বিষম বিপদে নিপতিতা। আমার চির-শত্রু সূর্য্যসিংহ যে, তিরৌরীর ভীষণ সমরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিপক্ষের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া আপনাকে বিপন্ন করিয়াছিল, সেই সূর্য্যসিংহের অত্যাচারে এবং ততোধিক আমার পূজনীয় পিতৃদেবের নিদারুণ উৎপীড়নে অভাগিনী দিবা নিশি অস্থির; এমন কি

কনোজ-কুমারী।

আমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন। বিপন্নের বিপদ উদ্ধার বীরের ধর্ম্ম। আশা করি হতভাগিনীর হৃদয় দেবতা সে ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখহইবেন না। ইতিঃ—

পুনশ্চ ঃ—জানিবেন আপনার শ্রীচরণ ব্যতীত দাসীর দ্বিতীয় আশ্রয় স্থল এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে নাই।

কান্যকুব্জ- রাজ-অন্তঃপুর	আপনার চরণে চির বিক্রীতা অভাগিনী রাজদুহিতা—সংযুক্তা

যমুনা লিপি পাঠান্তে বলিল—ধন্য সখি! ধন্য তোমার রচনা মাধুর্য্য! এতশীঘ্র এরূপ সুন্দর লিপি সত্যই তোমার অগাধ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাই হোক্ ভগ্নি, এখন পত্রখানি নির্ব্বিঘ্নে সেই সুদূর প্রদেশে পৌঁছিলেই উদ্দেশ্য সফল হয়। এ পত্র দর্শনে যে, দূতবর স্থির থাক্‌তে পা'রবেন, তা'ত আমার মনে হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংযুক্তা বিরক্তি অথচ সহাস্য ভাবে বলিল রঙ্গ রাখ সখি ;—যাও তোমার রসময়ের সাহায্যে আমার হৃদয়ে আনন্দ রস সঞ্চারে সচেষ্ট হও।

যমুনা বলিল ;—যদি তোমার হস্তের এই অব্যর্থ বান দুর্ভাগ্য ক্রমে ব্যর্থ হয়, মনে ক'রো না যে, তোমার মনচোর পরিত্রাণ পাবেন। আমিও আমার ভগ্নির জন্য দ্বিতীয় বান নিক্ষেপ কচ্ছি। নিশ্চয় জেনো সখি এ সম্মোহন বাণের অবার্থ সন্ধান এড়া'বার সাধ্য কাহারো নাই। এই বলিয়া যমুনা তাহার চিত্রাঙ্কন-সিদ্ধ-হস্তে সুবর্ণ তুলিকা লইয়া যথোপযুক্ত সু-উজ্জ্বল রং দ্বারা কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রিয় সখী সংযুক্তার একখানি সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করিল। আলেখ্য খানি পত্রের সঙ্গে লেফাফা বদ্ধ করিয়া লইয়া সংযুক্তার নিকট হইতে বিদায় হইল।

তখন প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড সুতীব্র কিরণে সসাগরা পরি-শোভিতা ধরিত্রীর অঙ্গ উত্তপ্ত করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত-কলেবরে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এই অবসন্ন অবস্থা দেখিয়া রজনী সুন্দরী সহাস্যবদনে সন্ধ্যা-সহচরীকে আদেশ করিলেন, যাও সখি! দিননাথের দুর্দ্দশাটা একবার দেখে এস। সন্ধ্যাসুন্দরী তচ্ছ্রবণে মৃদু-মন্দ-মলয়-মারুত সঙ্গে লইয়া শান্ত-মূর্ত্তিতে ধীরে ধীরে জগতবক্ষে আগমন করিলেন ;

তদ্দর্শনে দিননাথ লজ্জিত হইয়া ত্রস্তভাবে কোন্ অদৃশ্য প্রদেশে লুক্কায়িত হইলেন। এমনি সময় যোধমল পুষ্প-পরিশোভিত সু-শ্যামল লতা-কুঞ্জে একাকী বসিয়া কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে! যমুনা ধীর-পদ-বিক্ষেপে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল—কি ভাবছো, যোধমল? এত ভাবনা কিসের?

যোধমল।—ভাবনা? কিসের ভাবনা কেমন ক'রে ব'লব যমুনা? সে ভাবনার কণামাত্রও যে, ভাষায় প্রকাশ ক'রবার ক্ষমতা আমার নাই। ঐ পাপিয়া যখন পিউ পিউ তানে দিগন্ত মুখরিতকরে, এই স্নিগ্ধ সান্ধ্য-সমীরণ যখন আমার তাপদগ্ধ-অঙ্গে সুধাধারা ঢালিয়া দেয়, তখন কত কথা মনে পড়ে, কত চিন্তার উদয় হয়, কত স্বপ্নময়ী বাসনা জেগে উঠে—তাহা তোমায় কেমন ক'রে ব'লব? —যমুনা! আশার সোণালী-নেশায় এ হতভাগা কতদিন উন্মত্ত থা'কবে!—আর কতদিন বুকভরা তৃষ্ণা লইয়া তোমার সৌন্দর্য্য-সাগরের তীরে লোলুপ-নয়নে চেয়ে থা'কবে? বল যমুনা, আমার এ অতৃপ্ত বাসনা কতদিনে পরিতৃপ্ত হবে!

যমুনা।—না, যোধমল! আর বেশী দেরি নাই, তোমার সুখময় সাধ শীঘ্রই পূর্ণ হ'বে। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার একটা কার্য্য তোমায় ক'রতে হবে। সে অতি

কঠিন কার্য্য ; যদি পার, এ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা তোমাকে অর্পণ ক'রব। যদি পার, এ উন্মুক্তা বিহঙ্গিনী তোমার প্রেম-পিঞ্জরে চিরদিন আবদ্ধা থা'কবে। পা'রবে কি ? বল, আমার সে সাধ পূর্ণ হ'বে কি ?

যোধমল।—এ হৃদয়ে কণামাত্র শক্তি থা'কতে, শিরায় বিন্দুমাত্র শোণিত থা'কতে যমুনার কোন সাধ অপূর্ণ থা'কবে না। বল যমুনা, তোমার সাধ কি ?

যমুনা।—বড় শক্ত ! তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ হ'লে তোমায় বিপন্ন হ'তে হ'বে ; তা'ছাড়া আরও দু'টা প্রাণী ইহ-জগত হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রবে।

যোধমল।—ঐ অনন্ত আকাশ সাক্ষী ক'রে ব'লছি, আমার একটা নিশ্বাস অবশিষ্ট থাক্‌তে যমুনার সেই সুখ-সাধের বিন্দুমাত্রও দ্বিতীয় কর্ণ শ্রবণ ক'রবে না। নিঃসঙ্কোচে বল, তোমার সে সাধ কি ?

যমুনা।—আবার বল, সে কাজ সাধন ক'রতে প্রস্তুত আছ ?

যোধমল।—এই দণ্ডে।

যমুনা।—তবে এই লও ধর ;—এই লিপিখানি নির্ভয়ে—ঘোর-প্রদেশে নিয়ে যাও। সেনাপতি কুতুবদ্দিনের হস্তে এ লিপি প্রদান করিও। তার প্রত্যুত্তর নিয়ে যখনই

তুমি ফিরে আস্‌বে, তদ্দণ্ডেই যমুনা তোমায় জীবন মন সমর্পণ ক'রবে। যাও বীর, নির্ভয়ে গমন কর। ঈশ্বর তোমার সহায়। এই লও—একশত স্বর্ণমুদ্রা; ইহা পাথেয়-স্বরূপ গ্রহণ কর।

যোধমল।—ক্ষমা কর যমুনা। স্বর্ণমুদ্রার কাঙ্গাল যোধমল নয়। আমি শুধু জানি তোমার আদেশ পালন।

যমুনা।—তাই যদি ঠিক হয়, তা'হলে এই মুদ্রাগুলি লওয়াও আমার আদেশ।

যোধমল আর বাক্যব্যয় না করিয়া মুদ্রা গ্রহণ করিল। যমুনা হর্ষোৎফুল্ল-বদনে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। যোধমল ধাত্রীপুত্র। অন্তঃপুরের সকলেই তাহাকে স্নেহ করে; সর্ব্বত্র তাহার অবাধ-গতি। ধাত্রীপুত্র হইলেও আকৃতি প্রকৃতি রাজকুমারের ন্যায়; বয়স সবেমাত্র বিংশতি-বৎসর। তাহার সুন্দর বদন, প্রশস্ত বক্ষঃ, সুদৃঢ় বাহু, বলিষ্ঠ-কায়, নির্ভীক হৃদয় প্রভৃতি বীরোচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নব-যৌবনচ্ছটায় যেন এক অপরূপ তরঙ্গ প্রবাহিত। সংযুক্তা ঘটিত সমস্ত ব্যাপার পূর্ব্ব হইতেই যোধমল অবগত ছিল; সুতরাং লিপি লইয়া সেই সুদূর দেশে যাইতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিল না। আশামুগ্ধ তরুণ-বীর সেই রাত্রিটুকু কোনরূপে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস

প্রত্যূষে একটী উৎকৃষ্ট অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বীরবেশে ঘোর-প্রদেশে গমন করিল। রাজপুরীর কেহই তাঁহার সন্ধান জানিতে পারিল না।

যোধমল বেগে অশ্ব ধাবিত করিয়া চলিয়াছে, আহার নাই, বিশ্রাম নাই—অবিরাম-গতিতে দুই দিবারাত্রি গমন করিবার পর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম মানসে একস্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। সঙ্গে কিছু আহার্য্য সামগ্রী ছিল, তদ্দ্বারা ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়া একটী বৃক্ষের তলদেশে শ্যামল তৃণোপরে অঙ্গ ঢালিয়া দিল। অদূরে শ্যামল-ক্ষেত্রে অশ্বটীও কোমল তৃণের ধ্বংস সাধন করিতে লাগিল। যোধমল এই অবসরে যমুনা-প্রদত্ত লিপি খানি বাহির করিয়া মনে মনে পাঠ করিল। অত্যধিক পরিশ্রান্ত কলেবরে সুশীতল সমীরণ-স্পর্শে লিপি পাঠ করিতে করিতে যোধমলের চক্ষু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া আসিল, তজ্জন্য পত্রখানি অসাবধানতার সহিত মস্তক-নিম্নে রক্ষা করিয়া শীঘ্রই নিদ্রা-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই সময় পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ-হেতু কোন শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পৃথ্বীরাজ চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একজন তরুণ-যুবক অবিরাম-গতিতে হিন্দুস্থানের বহির্ভাগা-

ভিমুখে গমন করিতেছে দেখিয়া দুই জন কর্ম্মঠ গুপ্তচর তাহার অনুসরণ করিল। যোধমলের লিপি পাঠ ও নিদ্রিত হওয়া তাহারা দর্শন করিয়া ছিল। এখন উপযুক্ত সময়বোধে অতি সংগোপনে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া লিপিখানি হস্তগত-করতঃ বায়ুবেগে অন্তর্হিত হইল। যোধমল তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিল না।

অতঃপর তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিতে পাইল, তাহার প্রাণসম সেই পত্র ও আলেখ্যখানি নাই। সে বিষম বিভ্রাটে পড়িল;—ভাবিল, কে এ সর্ব্বনাশ করিল ? যে কার্য্যের জন্য স্বদেশ স্বজন এমন কি নিজের প্রাণের মমতা পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি, সে সাধের কার্য্যে কে এমন প্রতি-বন্ধকতা সাধন করিল ? হায়, হায় ! কুক্ষণে আমি কুহকিনী নিদ্রার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এখন কি করি। কোন্ মুখ লইয়া যমুনাকে যাইয়া বলিব "তোমার প্রদত্ত পত্র ও ছবি হারাইয়া ফেলিয়াছি।" না, তা' হবে না। এ প্রাণ থাকিতে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব না, তাহা হইলে কি হইবে ! কি করিব ! চিরকাল কি যমুনার অন্তরালে অবস্থান করিয়া এ দুঃখময় জীবনের অবসান করিব ? না, তাহা ত পারিব না। যমুনার অদর্শন এপ্রাণে ত কোন ক্রমেই সহ্য হইবে না। তবে কি করি ! * * *

ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তোমার মহিমা!—মনে হইয়াছে। আমি তাহাই করিব। পত্রের মর্ম্ম ত আমার জানা আছে; আমি স্বহস্তে তাহার অনুরূপ একখানি পত্র লিখিয়া লইয়া সেই দূরদেশে যাইব। সেনাপতি মহাশয় ত সংযুক্তার হস্তাক্ষর দেখেন নাই; তবে তিনি কি প্রকারে জানিবেন যে, এ পত্র জাল! আর বিলম্বের আবশ্যক নাই—ধন্য ঈশ্বর—

এইরূপ বহু কথার আলোচনা করিতে করিতে ধাত্রী-পুত্র যোধমল যমুনা লাভের জন্য অসীম সাহসে দ্রুত পদবিক্ষেপে আফগানিস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইল।

যোধমল পর্ব্বত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বহু কষ্টে ঘোর রাজধানীতে উপনীত হইয়া বিচিত্র কারুকার্য্যময় অভিনব ধরনের হর্ম্ম্যরাজি দর্শনে বিস্মিত হইল। সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে শ্বেত-রক্ত-মর্ম্মর নির্ম্মিত সৌধরাজি, স্থানে স্থানে অপরূপ কুসুমোদ্যানে ফুটন্ত গোলাপ সুন্দরী স্বীয় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছে, তাহার স্বর্গীয় সুগন্ধে নগর পরিপুরিত। কোথাও কৃত্রিম উৎস হইতে সুস্নিগ্ধ বারি উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে স্ফটিক মর্ম্মর নির্ম্মিত চত্বরোপবিষ্ট যুবক ও বালকগণ নানারূপ গল্পগুজবে রত। হাউজ, হাম্মাম মোসাফের খানা; রৌপ্য বিমণ্ডিত সু-উচ্চ গোম্বজ বিশিষ্ট মস্‌জিদ। স্থানে

স্থানে উচ্চ সৌধশিরে স্বর্ণাঙ্কিত অর্দ্ধচন্দ্র বক্ষে ধারণ করিয়া রক্তবর্ণ পতাকাগুলি গর্ব্বভরে দোলায়মান। কোথাও বিরাট বিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, কোথাও বাল-বৃদ্ধ-যুবা একত্র নামাজের জন্য মসজিদাভিমুখে গমন করিতেছে; ভীমকায় শান্তিরক্ষক রাজকর্ম্মচারীগণ শাণিত কৃপাণকরে স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া দস্যুতস্করের মনে ভীষণ ভীতি উৎপাদন করিতেছে। যোধমল এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। এইবার শাহী বাজার। দুই পার্শ্বে জহরতের দোকানে নানা দেশীয় ইয়াকুত জমরদ প্রভৃতি বহুমূল্য মণিমাণিক্যের অপরূপ চাকচিক্যে দর্শকের নয়ন ঝলসিত হইতেছে। শত শত আমির ওমরাহ তাহা খরিদ করিবার জন্য মনোরম পরিচ্ছদে পরিশোভিত হইয়া দোকানের জনতা বৃদ্ধি করিতেছেন। কোথাও সুরসাল আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি অসংখ্য দেবদুর্লভ মেওয়াজাৎ রাশি রাশি গড়াগড়ি যাইতেছে। কোথাও অন্তঃপুরাবদ্ধ মহিলাবৃন্দের সুচী-শিল্প-জাত কারুকার্য্যময় রুমাল লইয়া দাসী-বান্দিগণ খরিদ্দারের সঙ্গে দরদস্তুর করিতেছে।

যোধমল এই সমস্ত দেখিয়া মনে করিতেছে, শাস্ত্রে যে স্বর্গের কথা পড়িয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এইখানেই সেই স্বর্গ। শাস্ত্রকারগণ এ দেশের শোভা-সৌন্দর্য্য

না দেখিয়াই সু-উচ্চ কৈলাশ-শিখরে স্বর্গের কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। যমুনার অনুরোধ আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে আমি কখনই এই বাস্তব স্বর্গ-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে যাইতাম না। আবার এদেশের লোকের ব্যবহারও বেশ, কেহ কাহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নহে, ঝগড়া মারামারি নাই, সর্ব্বত্রই যেন ভ্রাতৃভাব, সকলেই সকলের বন্ধু। শুনিয়াছি স্বর্গে দেবতারা, বাস করেন; তাহাও দেখিতেছি এইখানে। এদেশে সকলেই যেন দেবতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎসভাব সম্পন্ন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যোধমল একজন প্রহরীর নিকট সেনাপতি কুতুবদ্দিনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল।

প্রহরী ধীরভাবে উত্তর করিল, আপনাকে ভিন্ন দেশবাসী বলে বোধ হচ্ছে, সেনাপতির সঙ্গে আপনার আবশ্যক কি?

যোধমল বলিল—আমি ভারতীয় দূত। কান্যকুব্জ রাজভবণ হ'তে আসছি; কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য সেনাপতির সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ প্রয়াসী।

প্রহরী তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতির বিশ্রাম ভবনে পৌঁছাইয়া দিল। সেনাপতি পরম যত্নে তাহার আহার ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, যোধমল তথায় রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পৃথ্বীর সংকল্প।

"বাপরে! এক এক বেটা মুসলমান যেন এক একটা অসুর! কি বিক্রম! কি সাহস!!"

"কবিবর", আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ কত্তে পেরেছি!"

"সে কথা আর ব'লতে মহারাজ! আমি ত হতভম্ব হ'য়ে গেছলুম! কনোজ-সেনাপতি সূর্য্যসিংহ একজন প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী-বীর বটে। তার সাহায্য না পেলে আজ পবিত্র ভারত-ভূমি পাঠান করে বিধ্বস্ত হ'ত—একথা সুনিশ্চিত।"

৭।৩

"আচ্ছা, বিপক্ষের সেনাপতি আমাদের সঙ্গে কেন যোগ-দান করলে কিছু বুঝতে পেরেছেন কি—কবিবর?"

"বল্লুম ত, সূর্য্যসিংহ প্রকৃত ভারত সন্তান। ভারতমাতার গৌরব রক্ষার্থে হিংসা-পরায়ণ হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য জয়চ্চন্দ্রের অগোচরে প্রকৃত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেছেন। ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ ত বোধ হয় না।"

তিরৌরী যুদ্ধের কিছুকাল পরে একদিন প্রাতঃকালে দিল্লী রাজসভায় আজমীর-পতি মহারাজ সমরসিংহ ও পৃথ্বীরাজ-সহচর চাঁদকবি এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে মহারাজ চক্রবর্ত্তী পৃথ্বী সভাগৃহে আগমনপূর্ব্বক সিংহাসনাধিকৃত করিলেন। সভাসদগণ যথাবিহিত স্তবস্তুতি ও মঙ্গলিক বচনাদি পাঠ করিয়া নীরব হইল। অতঃপর পৃথ্বীরাজ বলিলেন;—

"আজমীরেশ্বর! আপনার হিতৈষণায় আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আপনি সুখে দুঃখে সর্ব্বত্রই আমার মঙ্গলপ্রার্থী। আপনার ন্যায় সুহৃদ সংসর্গে বাস্তবিকই হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠে। বিগত যুদ্ধে আমার জন্য যেরূপ আত্মত্যাগ ক'রে শত্রু দমন করেছিলেন; ভারতের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।"

আজমীরপতি।—মহারাজের অনুগ্রহই সমরসিংহের সর্ব্বস্ব। অধমের প্রতি আপনার এতটুকু বিশ্বাস ইহাই আমার গৌরবের বিষয়। যাক্, সে সব কথার আবশ্যক নাই। এখন, আমাকে আহ্বান ক'রবার বিশেষ কোন হেতু আছে কিনা, তাহাই জানতে কৌতুহল হচ্ছে।

পৃথ্বীরাজ।—বিশেষ কোন হেতু নাই। দুই একদিন আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই আপনাকে আহ্বান করেছিলুম। কিন্তু, বর্ত্তমানে আর একটা বিশেষ পরামর্শের আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। কল্য বৈকালে আপনার আগমনের পরেই উত্তরবিভাগের গুপ্তচর এক আশ্চর্য্য সংবাদ এনেছে, তজ্জন্যই একটা যুক্তির আবশ্যক মাত্র।

সমর সিংহ।—আদেশ করুণ মহারাজ, আবার কি সংবাদ!

পৃথ্বীরাজ একখানি লিপি বাহির করিয়া সমরসিংহের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, এই দেখুন, ইহা পাঠ করুন। সমরসিংহ পত্রখানি পাঠ করিলেন। অতঃপর পৃথ্বী আর একখানি আলেখ্য বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিলেন। সমরসিংহ তাহা দেখিয়া সমস্ত ব্যপার বুঝিতে পারিলেন। পরে পত্র ও আলেখ্য খানি চাঁদ কবির হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"দেখুন কবিবর! সূর্য্যসিংহের স্বদেশ হিতৈষণার

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন। বিপক্ষদলের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন ক'রে মুসলমানের বিপক্ষতাচরণ ক'রবার কারণ দেখুন।"

চাঁদ কবি লিপি পাঠ ও চিত্রদর্শন করিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। চিত্রের নিম্নভাগে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত ছিল,—"সংযুক্তা।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন।—সমরসিংহ! কনোজ-রাজকুমারী এত সুন্দরী! ইহাকে হস্তগত ক'রতেই হ'বে। কাণ্ড-জ্ঞান-বিহীনা রমণী মোস্‌লেম সেনাপতির রূপে মুগ্ধা! হিন্দুস্থানের কলঙ্ক, নিষ্কলঙ্ক রাঠোরকুলের কলঙ্ক সংযুক্তাকে হস্তগত ক'রে দেশের ও স্বজাতীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হ'বে। বিশেষতঃ এরূপ সুন্দরী রমণীরত্ন হেলায় পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই উচিৎ নহে।

—চাঁদ কবি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—ধর্ম্মাবতার! জয়চ্চন্দ্র-দুহিতা সম্পর্কে আপনার ভ্রাতঃস্পুত্রী। দেশের ও স্বজাতীর মুখোজ্জ্বল ক'রতে গিয়ে নিজে দুরপনেয় কলঙ্ক লাভ করা সঙ্গত নহে। পবিত্র হিন্দুমতে এরূপ ভ্রাতঃস্পুত্রীর পাণিপীড়ন করা সিদ্ধ নহে, ইহা বোধ হয় মহারাজের অবিদিত নহে।

পৃথ্বী।—ক্ষান্ত হউন কবিবর! ধর্ম্মোপদেশ আপনার নিকট শুন্‌তে ইচ্ছা করিনা। আমি মহারাজ চক্রবর্ত্তী,

আমার কলঙ্ক ঘোষণা করে ভারতবর্ষে এত ক্ষমতা কা'র আছে ?—সংযুক্তাকে চাই ই। তার উপায় চিন্তা করুন।

ইতিমধ্যে আর একজন গুপ্তচর রাজসভায় প্রবেশ করিয়া নিবেদন করিল ;—মহারাজ! কনোজপতি রাজসূয় যজ্ঞ কচ্ছেন, সেই সভাতে রাজকুমারী স্বয়ম্বরা হ'বেন। কান্যকুব্জ রাজপুরীতে বিপুল আয়োজন দেখে এলুম। আরও শুনুন, দিল্লীপতি মহারাজ চক্রবর্ত্তী এবং আজমীরপতিকে উক্ত সভায় নিমন্ত্রণ ক'রবেন না।—ব'ল্‌তে ভীত হচ্ছি মহা-রাজ—অভয় দিন।

পৃথ্বী। নির্ভয়ে সমস্ত কথা ব'লে যাও।

চর। যজ্ঞক্ষেত্রে মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে দ্বারদেশে প্রহরীবৎ স্থাপন ক'রতে কৃতসংকল্প হয়েছেন।

পৃথ্বী। বটে! এত আস্পর্দ্ধা! এত দর্প! সমরসিংহ, প্রস্তুত হও! সেনাপতি এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধায়োজন কর। পাপিষ্ঠের পাপ-বাসনার পূর্ণ পরিণতি সাধন হয়েছে। গর্ব্বিতের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'র্‌তে এখনই প্রস্তুত হও। যাও সেনাপতি, দক্ষযজ্ঞের ন্যায় জয়চন্দ্রের যজ্ঞ অঙ্কুরে বিনাশ কর্‌তে চেষ্টা কর।

সমরসিংহ।—মহারাজ, অধৈর্য্য হ'বেন না! স্থির হউন ;—পরামর্শ শুনুন। জয়চ্চন্দ্রের যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট তারিখ সংগ্রহ করুন। পরে, স্থানে স্থানে সৈন্য সমাবেশ ক'রে গুপ্তভাবে তার কার্য্যে লক্ষ্য রা'খতে হবে। রাজকুমারী স্বয়ম্বর-সভাতে উপস্থিত হ'য়ে কারো গলায় বরমাল্য অর্পণ ক'র্‌তে উদ্যত হ'লে সেই মুহূর্ত্তেই তাকে বল-পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করা'য়ে সর্ব্বসমক্ষে দিল্লীতে আন্‌তে হবে। তা' হলেই তাঁর রাজসূয় যজ্ঞের গৌরব সমূলে পণ্ড হ'বে। যুদ্ধ করে—আমরাও প্রস্তুত আছি।

পৃথ্বী।—বেশ যুক্তি। তাই হ'বে সমরসিংহ।—সেনাপতি! এই যুক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রস্তুত থাক, সময়মত যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌তে হবে।

ক্রমে নানা কথার আলোচনায় ও নানাবিধ রাজকার্য্যে সেদিন অতীত হইল। রাত্রিকালে মহারাজ চির-সুহৃদ আজমীর-পতিকে সঙ্গে লইয়া বিবিধ আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পত্রের উত্তর।

"জাহাঁপানা! কান্যকুব্জ-রাজ অন্তঃপুর হ'তে এক আশ্চর্য্য লিপি এসেছে; এই দেখুন সে লিপি। একজন হিন্দু-দূত এই লিপি নিয়ে এসেছে; সে ইহার উত্তরের জন্য আজ কয়েকদিন অপেক্ষা কচ্ছে। আমি কি উত্তর দিব বুঝতে না পেরে হুজুরের গোচরীভূত করলেম, যা' মর্জ্জি হয় আদেশ করুন—সেইরূপ উত্তর প্রদান করি।"

সেনাপতি কুতুবদ্দিন ইহা বলিয়া একখানি পত্র সোলতান মোহাম্মদ ঘোরীর হস্তে প্রদান করিলেন্। গুপ্ত-চর-কর্ত্তৃক যোধমলের নিকট হইতে পত্র চুরী হইবার পূর্ব্বে সে তাহা পাঠ করিয়াছিল। নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া দেখিল পত্র নাই। তখন যোধমল ফিরিয়া না গিয়া ঘোর-প্রদেশে উপস্থিত হইল এবং ঠিক সেইরূপ একখানি পত্র নিজে লিখিয়া সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল, একথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। সেনাপতি সেই পত্রখানি অদ্য সোলতানের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রের মর্ম্মাবগত হইয়া সোলতান, বলিলেন,—

"এতদিনে আমাদের পরাজয়ের সঠিক কারণ বু'ঝতে পা'রলাম। সেনাপতি! এ পত্রের উত্তর দিবার আবশ্যক নাই। কাফের-রমণির আকাঙ্ক্ষা মুসলমান সেনাপতির অন্তরে স্থান দেওয়া অনুচিত। উহারা জড়োপাসক, উহাদিগকে বিশ্বাস কি? মনে পড়ে অমিত-তেজা মোহাম্মদ বিন-কাসিমের কথা?—সিন্ধুপতি দাহির-নন্দিনীর ব্যব-হার?—একটী নিষ্কলঙ্ক বীর-চরিত্রে জঘন্য পাপ-কলঙ্কারোপ ক'র কিরূপ অন্যায়ভাবে তাহার প্রাণদণ্ড করা'য়ে স্বীয় জীঘাংসা-বৃত্তির নির্ব্বৃত্তি সাধন করেছিল?

পাপিষ্ঠা, স্বীয় হিংসবৃত্তি চরিতার্থ ক'রতে গিয়ে ব্যভিচার দোষে দোষী হ'তেও কুন্ঠিত হ'ল না। (১)

যাও সেনাপতি, সেই হিন্দু যুবককে ব'লে দাও, "আমরা শীঘ্রই হিন্দুস্থানে যাচ্ছি, শীঘ্রই তাহাদের সকল বাসনার নিবৃত্তি ক'রব, জয়চ্চন্দ্রকে এ সংবাদ প্রদান ক'রতে বল।—কুতুব! অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সচেষ্ট হও, সেনাপতি বখ্‌তিয়ারকে এ আদেশ জ্ঞাপন কর, যত

---

(১) "সিন্ধুদেশ বিজয়কালে তত্রত্য অধিপতির দুইটী কন্যা মোহাম্মদ বিন-কাসিমের হস্তে বন্দী হয়। মোহাম্মদ এই কন্যা-যুগলকে অন্যান্য ধনরত্ন সহ দামস্কাসে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। এই কন্যাদ্বয় দামেস্কে উপনীত হইলে খলিফা জ্যেষ্ঠা কন্যার অপরূপ রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তখন এই কন্যা বলেন—মোহাম্মদ-বিন-কাসিম আমাকে উচ্ছিষ্ট করিয়াছে, আমি জাঁহাপানার যোগ্য নহি। এই বাক্যে খলিফা ক্রোধে আচ্ছন্ন হইয়া মোহাম্মদকে নৃশংসভাবে বধ করিতে আদেশ দেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইবার পর প্রকাশ পায় যে, দাহির দুহিতার অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। সে পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্যই তাদৃশ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। খলিফা মোহাম্মদকে নির্দ্দোষ জানিতে পারিয়া স্বীয় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। তদীয় আদেশে দাহির দুহিতাদ্বয় ঘাতকহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করে। অধিকাংশ ইতিহাস-লেখক এই রসাল কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।"

(পাঠান রাজবৃত্ত)

শীঘ্র সম্ভব হিন্দুস্থান অভিযানে গমন ক'রতে হইবে।" ইহা বলিয়া বাদশাহ নীরব হইলেন।

কুতুবদ্দিন যোধমলকে বাদশার আদেশ মত উত্তর প্রদান করিয়া এবং সহস্র মুদ্রার একটী অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়া বিদায় করিলেন। যোধমল হর্ষ বিষাদময় চিত্তে হিন্দুস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিল। প্রভূত পরাক্রমশালী সেনাপতি সম্মুখ সমরে কোথাও অদ্যাবধি পরাভূত হয়েন নাই; অসংখ্য গর্ব্বিত বীরের মস্তক সর্ব্বত্র তাঁহার নিকট অবনত। কিন্তু আজি যোধমল প্রদত্ত লিপি তাঁহার সেই অজেয় পরাক্রম অপরিসীম বীরত্ব সমস্তই বিচূর্ণ করিতে উদ্যত হইল। কনোজ রাজ কুমারীর জন্য তাঁহার প্রাণে একটী তুমুল ঝটিকা উত্থিত হইল, এমন কি তন্মুহূর্ত্তেই তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া সেই বিপন্না রমণীর উদ্ধার সাধনোদ্দেশ্যে ধাবিত হইতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু সোলতানের কথায় সমস্ত আশা ভাঙিয়া গেল। প্রভুর আদেশ, জাতীয়তার অনুরোধ প্রভৃতি তাঁহাকে আবার কর্ত্তব্যের দিকে ফিরাইয়া আনিল তজ্জন্য সে বীর হৃদয়ে এক অজ্ঞাত যন্ত্রনার সৃষ্টি হইল। কুতুব নীরবে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন।

একদিন সেনাপতি কুতুবদ্দিন ও তদীয় দাস বীরশ্রেষ্ঠ বক্তিয়ার, সোলতানের আদেশক্রমে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রার জন্য

এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় সোলতান দরবারের বিদুষক বৃদ্ধ কবি আলীজাহান তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ওগো, তোমরা বীর পুরুষ; হিন্দুস্থান জয় ক'রতে যাচ্ছ।—যাও; কিন্তু, এ বৃদ্ধের একটা অনুরোধ রক্ষা করিও বাপু!"

কুতুব। কি অনুরোধ কবিবর!

আলী জাহান।—অনুরোধ অধিক কিছু নয়। শুনেছি সে দেশে বিধবাদের নিকা হয় না, অনেক 'খোব-সুরাত' বিধবা আছে? 'মেহেরবাণী' ক'রে দু' চারটা 'বেওয়া-আওরত' জুটিয়ে দিও বাবা! এ বয়সে দেশের লোকে ত আর কেউ আমাকে 'লাড়কি' দিবে না। আমার সকল সাধ—মিটেছে; এই শেষ বয়সের সাধটা তোমাদের মেহের বাণীর উপর 'সোপর্দ্দ' কর্‌লুম—মনে রেখ।

কুতুব ও বখতিয়ার হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আচ্ছা, সময় আসুক দেখা যাবে। হয়ত আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, নিজের পছন্দমত দেখে শুনে নিকা ক'রবেন।

আলীজাহান।—হাঁ, বাবা! আমি খুব রাজি আছি। নচেৎ তোমরা আমায় ফাঁকি দিবে। কুতুব! আর একটা কথা শোন; আমি বুড় মানুষ, আমার আর 'লাড়কা-লাড়কি'

হ'বার দিন নাই। তাই আমি এরূপ নিকা কর্‌তে 'এরাদা' কচ্ছি। বুড়র কথা ছেড়ে দাও; তোমরা কিন্তু এ বিষয়ে সাবধান থেকো। সেইপত্র-লেখিকার কথায় যেন ভুলে যেওনা বাবা!

কুতুব।—কেন, কবি সাহেব! আমাদের অপরাধ কি?

আলীজাহান। তোমরা যুবা পুরুষ; অসীম প্রতিভা-শালী মোস্‌লেম-বীরকুল-ভূষণ সেনাপতি। তোমরা যদি নিস্তেজ পৌত্তলিক-রমণী গ্রহণ কর, তা'হলে তদ্‌গর্ভজাত পুত্র কন্যা দ্বারা বিশ্ববিজয়ী মোস্‌লেম-জাতীয় জীবনে ক্রমশঃ নিস্তেজতার আবির্ভাব হ'বে। পরিণামে মুসলমান জাতি সর্ব্ববিষয়ে হীন হ'য়ে প'ড়বে। ইহাই ব'লবার জন্য আমি তোমাদিগকে বিরক্ত ক'রতে এসেছিলুম, এখন বিদায় গ্রহণ কচ্ছি। বৃদ্ধের কথা কয়টী মনে রেখ।

কুতুবদ্দিন বলিলেন, প্রকৃত কথা ব'লেছেন জনাব, আপনার দূরদর্শিতায় প্রীতিলাভ ক'রলাম। এ উপদেশ অবশ্য আমরা স্মরণ রা'খব।

আলীজাহান প্রস্থান করিলেন,—তাঁহারাও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ের পরামর্শ স্থির করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিলেন।

কনোজ-কুমারী ।

কুতুবদ্দিনের হৃদয়ে পূর্ব্বসঞ্চিত যে আশায় আলোক-টুকু ক্ষীণ-জ্যোতিতে কনোজ-কুমারীর নাম-মাত্র জাগরূক রাখিয়াছিল, এখন তাহাও ভাসিয়া গেল।
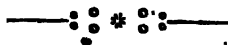
দশম পরিচ্ছেদ।

রাজসূয় যজ্ঞ

ও

সংযুক্তার স্বয়ম্বর।

অদ্য কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ জয়চ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ। বিচিত্র পত্রপুষ্পে অভিনব বেশে রাজধানী সুসজ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র মনোহর গীতি-বাদ্যে নগর মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষুদ্র মহৎ সকলেরই বদনে হাস্যরেখা, প্রাণে প্রচুর আনন্দ। দেশ-দেশান্তরের বহুরাজা ও রাজকুমারগণ

জমকাল-বেশে কনোজ-রাজ-ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। মহা-রাজা জয়চ্চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কোন রাজা চামর লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন, কেহ ছত্রধর, কেহ 'পাপোশ-বরদার' কেহবা সমাগত রাজন্যবর্গের সাদর-সম্ভাষণ প্রভৃতি নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাকশালে রাশি রাশি শাক-তরকারী, মুগ-মসুরি, পাঁঠার মাংস প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ মুখরোচক চব্য-চোষ্য-চর্চ্চড়ি-ডালনা-ঘণ্ট-অম্বল-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছে; শত শত মণ দধি-দুগ্ধ, ক্ষীর-সর ও মিষ্টান্ন দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। রাজপুরীর দ্বারদেশে 'ঢপ্-ঢপ ঢুম-দাম' শব্দে প্রকাণ্ড শূন্যগর্ভ জয়ঢাক বাজিতেছে, দেবমন্দিরে থেকে থেকে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরাদির কর্কশ-রবে সকলের কাণ 'ঝালা পালা' করিয়া তুলিতেছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ অনুস্বার-বিসর্গ-বহুল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যজ্ঞাহুতি প্রদান করিতেছেন। নাগরীকগণ দলে দলে উৎসব সভায় যোগদান করিয়া আরো জনতা বৃদ্ধি করিতেছে। কত লোক ইতস্ততঃ কাণ্ডকারখানা দেখিয়া বেড়াইতেছে, কেহ উদরপূজা সুসম্পন্ন করিয়া নিরিবিলি বিশ্রাম মানসে স্বগৃহে প্রস্থান করিতেছে। কত লোক স্বয়ম্বর সভায় রাজকুমারীর রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া নয়ন-মন স্বার্থক করিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে। এই বিরাট

জনতার মধ্যে বহুল চৌহান-সৈন্য ছদ্মবেশে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে যোগদান করিয়াছে, কেহই তাহাদিগকে লক্ষ্য করে নাই।

রাজা জয়চ্চন্দ্র, বৃদ্ধ রাওমল, রাজমন্ত্রী এবং সূর্য্যসিংহ সুবন্দোবস্তের সহিত মহা সমারোহে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের স্নানাহার সম্পন্ন করাইয়া সুসজ্জিত বেশে সকলকে স্বয়ম্বর সভায় আসন প্রদান করিলেন। সভামণ্ডপের দ্বারদেশে পূর্ব্ব সংকল্পানুযায়ী পৃথ্বীরাজের কাষ্ঠ-প্রতিমা দৌবারিক-বেশে সংস্থাপিত হইয়াছে। আজি জয়চ্চন্দ্রের মহৎ বাসনা সফল-প্রায়। সমস্ত রাজাগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, প্রতিদ্বন্দী পৃথ্বীর মূর্ত্তি দৌবারিক-বেশে স্থাপনপূর্ব্বক সাধারণ সমক্ষে তাঁহার হীনতা সপ্রমাণ করিতেছে; একটু পরে আগন্তুক রাজাগণের কার্ত্তিকেয় রূপ-দর্শনে রূপমুগ্ধা সংযুক্তা কুতুবের রূপ মো বিস্মৃত হইয়া কাহার না কাহারো গলে বরমাল্য প্রদান করিলেই সমস্ত বাসনার পূর্ণতা সাধন হয়। জয়চ্চন্দ্রের আজ বড় আনন্দ! তিনি আজ মহারাজচক্রবর্ত্তী।

প্রাতঃকাল হইতে সংযুক্তার প্রাণে দারুণ বেদনা। তাহার কথার সঙ্গী একমাত্র যমুনা ভিন্ন অন্য কেহ দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী নাই। তাই, আকুল প্রাণে যমুনাকে বলিল—

—"কৈ সখি, যোধমল ত ফিরিল না; আমার কি হবে! আজ আমারি জীবন পরীক্ষা;—পিতামাতার উৎপীড়নে স্বয়ম্বর সভায় না গেলে নিস্তার নাই। এখন আমি কি করি! গরল দাও সখি, পান ক'রে সতিত্ব রক্ষা করি, উৎপীড়নের হাত হ'তে মুক্ত হই।"

যমুনা।—শুন সখি; অকালে জীবন নষ্ট ক'রে ফল কি? যোধমল আস্‌বে, সেনাপতি নিশ্চয়ই আসবেন। অন্ততঃ তাঁহার জন্য তোমাকে বেঁচে থাক্‌তে হ'বে। তিনি এসে যদি তোমায় জীবিত না পান্, তা'হলে তুমি প্রতারনা-রূপ মহাপাপে পতীতা হ'বে।

সংযুক্তা।—এখন জীবন মরণ উভয়ই সঙ্কট। বল সখি কিরূপে নিস্তার পা'ব; আর যে সময় নাই যমুনা!

যমুনা।—পারবে কি সখি! নির্য্যাতন উৎপীড়ন সমস্তই বুক পেতে সহ্য ক'রতে হ'বে। পিতা কখনও কন্যাকে হত্যা ক'রতে পা'রবে না;—আমার কথা শোন;—

সংযুক্তা।—বল যমুনা, সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য ক'রব। হৃদয় বজ্রাপেক্ষাও দৃঢ় কর'ব; বল এখন কি ক'রতে হবে!

যমুনা।—আমি দেখেছি, সভা-মণ্ডপের দ্বারদেশে একটী কাষ্ঠ-পুত্তলিকা স্থাপিত আছে। তুমি স্বয়ম্বর সভাতে গিয়ে সমস্ত সভামণ্ডপ ভ্রমণ ক'রে অবশেষে সেই নির্জ্জীব প্রতি-

মার গলে বরমাল্য অর্পণ ক'রবে। তা'হলে সম্ভবতঃ নিস্তার পেতে পার। পরে যা'হয়, সমস্ত নীরবে সহ্য ক'রতে হবে; ইহা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই।

সংযুক্তা।—আচ্ছা সখি; আর একবার তোমার কথা শুনে দেখি।

সেই নিৰ্জ্জীব কাষ্ঠ-প্রতিমূর্ত্তির যে আর একটী সজীব মূর্ত্তি জগতে অবস্থান করিতেছেন সংযুক্তা ও যমুনা কেহই তাহা অবগত নহে। সুতরাং তাহার গলে মালাপ্রদান করা সাব্যস্ত করিয়া দুইজনে নীরবে বসিয়া আছে, এমন সময় রাজমহিষী তথায় উপস্থিত হইলেন। সংযুক্তা স্বীয় গর্ভ-ধারিণীকে দর্শন করিয়া সসম্মানে প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইল। মহিষী আশীর্ব্বচন প্রদান করিয়া স্নেহ-বিজড়িত স্বরে বলিলেন—"মা সংযুক্তা! আমাদের সম্মান রক্ষা করিস্।"

সংযুক্তা চুপ করিয়া রহিল। "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" ভাবিয়া মহিষী প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর মহিষীর আদেশক্রমে কয়েকজন সহচরী সংযুক্তার সুন্দর বেশভূষা করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে জয়চ্চন্দ্র ও রাওমল সংযুক্তাকে সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে গমন করিলেন। যমুনা ও অন্যান্য বহু সহচরী রাজকুমারীকে পরিবেষ্টন করিয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল।

জয়চ্চন্দ্র ও রাওমল প্রভৃতি মণ্ডপের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী বর পছন্দ করিবার জন্য সখীগণ সহ শত শত বরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সংযুক্তা বিনম্রবদনে বরমাল্য হস্তে লইয়া সমস্ত সভাগৃহ দুইবার পরিভ্রমণ করিল, কিন্তু কাহারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই। সমাগত রাজা মহারাজাগণ সকলেই তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সকলেই ভাবিতেছেন—এ দুর্লভ রমণী সদয় হইয়া যাঁহার গলে বরমাল্য প্রদান করিবে, তাঁহার মত ভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীতে আর কে আছে?—সকলেই কুহকিনী-আশায় উৎফুল্ল হইয়া রাজকুমারীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

রাজকুমারী তৃতীয়বার স্বীয় অপ্সরা-বিনিন্দিত রূপচ্ছটা ছড়াইতে ছড়াইতে গজেন্দ্রগমনে একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তের দিকে চলিয়াছে।—এই শেষবার। "এইবার নিশ্চয়ই কাহারও গলে শুভমালা প্রদান করিবে"—ভাবিয়া জয়চ্চন্দ্র তাহা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। রাজকুমারী একে একজন রাজাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, আর তিনি নিরাশার তীব্র তাড়নায় হৃদয়ে এক অদম্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন। কুমারী একে একে সকলকেই অতিক্রম করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে দৌবারিক বেশে স্থাপিত সেই কাষ্ঠ- মূর্ত্তির গলদেশে মালা প্রদান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

জয়চ্চন্দ্র ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শাণিত তরবারি হস্তে তনয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,— "হতভাগিনী ! কি করিলি ! আজ সমগ্র রাজন্যবর্গের সম্মুখে আমার মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করলি ! অবোধ বালিকা ! রাঠোর-কুলের চিরশত্রু নরাধম পৃথ্বীর প্রতিমূর্ত্তির গলে বরমাল্য প্রদান করলি ? বল্, পাপিয়সী কে তোকে এ কুমতি দিল ?

সংযুক্তা।—পিতা ! পিতা ! কেন বৃথা গঞ্জনা ক'রছেন ! পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে কিরূপে দুইজনকে বরণ ক'রব ! এ কাষ্ঠ-প্রতিমা ! আপনার উৎপীড়নে আত্মরক্ষা ক'রবার জন্য,—নারী ধর্ম্ম রক্ষা ক'রবার জন্য, এই নির্জীব প্রতিমূর্ত্তির গলে মালা দিয়াছি ! আপনার অবিদিত নহে পিতা ; সংযুক্তা বহুদিন পূর্ব্বে একজনকে জীবন মন সমর্পণ ক'রেছে ; একজনকে পতিত্বে বরণ ক'রেছে। আপনার কন্যা দ্বিচারিণী নহে, কু-চরিত্রা নহে।

জয়চ্চন্দ্র। বটে রে হতভাগিনী, এখনও সেই কথা ! দেখি, কে তোকে রক্ষা করে।—হৃদয় দৃঢ় হও ! কনোজেশ্বর আজি স্বহস্তে তাহার প্রিয়তম দুহিতাকে হত্যা ক'রে রাঠোর-কুলের কলঙ্ক মোচন ক'রবে।

ইহা বলিয়া জয়চ্চন্দ্র সজোরে অসি নিষ্কাসিত করিলেন। বৃদ্ধ রাওমল ও সূর্য্যসিংহ লাফাইয়া পড়িয়া মহারাজার হস্ত

ধারণ করিলেন। সমাগত রাজাগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তদ্দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পৃথ্বীরাজ পূর্ব্ব সংকল্প-ক্রমে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। এক্ষণে সংযুক্তার জীবন বিপন্না দেখিয়া বিদ্যুৎ-বেগে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সংযুক্তাকে স্বীয় অশ্বে তুলিয়া লইলেন, এবং বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"আমার প্রতিমূর্ত্তির গলে বরমাল্য প্রদান করেছে—এ রমণী আমার। কা'র সাধ্য ইহাকে বধ করে!—এই আমি চল্লেম, কা'রো শক্তি থাকে, আমার গতিরোধ করুক।"

পৃথ্বীরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে সজোরে কশাঘাত করিলেন; বায়ুবেগে অশ্ব ধাবিত হইল।

"সমাগত রাজন্যবর্গ, আমার কুল-মান রক্ষা করুন্!" এই বলিয়া জয়চ্চন্দ্র পৃথ্বীর পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। সেনাপতি সূর্য্যসিংহ ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইল। পৃথ্বীরাজের ছদ্মবেশী সৈন্যগণ বিপুল-বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পৃথ্বীরাজ নির্ব্বিঘ্নে সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। নিমন্ত্রিত রাজাগণ "সাধে বাদ" দেখিয়া আত্মরক্ষা করতঃ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন!

মহারাজ জয়চ্চন্দ্রের যজ্ঞক্ষেত্র ভীষণ রণক্ষেত্রে পরিণত হইল। এ উৎসবের দিন যুদ্ধার্থে কেহই প্রস্তুত ছিল না,

দশম পরিচ্ছেদ।

রাঠোর-সৈন্যগণ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘটনাস্থলে আসিতে না আসিতেই চৌহানগণ দক্ষযজ্ঞের ন্যায় জয়চ্চন্দ্র-যজ্ঞ ভস্মীভূত করিয়া সগর্ব্বে প্রস্থান করিল। মহারাজ ও সূর্য্যসিংহ তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া স্ববাসে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক উত্তেজিত সৈন্যবৃন্দকে আপাততঃ যুদ্ধগমনে নিরস্ত করিলেন।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। জাতি-গৌরবে ঈর্ষান্বিত মহাশক্তিশালী জয়চ্চন্দ্র ভাবিয়াছিলেন ভাগ্য-লিপি কিছুই নহে, আত্মশক্তিই সর্ব্বসুখের মূল। বাহুবল, ধনবল প্রভৃতি গৌরব-বর্দ্ধনের সহজ-উপায়। তাই তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের দ্বারা গৌরবান্বিত "মহারাজ-চক্রবর্ত্তী" উপাধি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভবিতব্যতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সংযুক্তার স্বয়ম্বর-সভার অনুষ্ঠান করিলেন, ভাগ্য, তার কোনটাই সম্পন্ন ক'রতে দিল না। তাহার পরিবর্ত্তে ঘোরতর অপমান, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও হা-হুতাশ-পূর্ণ শোকাশ্রু লাভ করিলেন মাত্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেম ভিক্ষা।

"সংযুক্তা! আমারই প্রতিমূর্ত্তির গলে বরমাল্য-অর্পণ ক'রেছ,—তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। আমি তোমাকে প্রধানা মহিষী ক'রব। কেন, তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ না? কেন আমার প্রতি-বিমুখ হচ্ছ—সুন্দরী! অদ্য আমার কথার উত্তর না দিলে, ঘাতকদ্বারা তোমার জীবন বিনষ্ট ক'রব। এত অপমান পৃথ্বীরাজ সহ্য ক'রতে পারে

না। ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে; আমি আর ধৈর্য্য-ধারণ ক'রতে পারি না। হয় আমার প্রশ্নের উত্তর, না হয় তোমার জীবন; যাহা হয় একটা চাই-ই। বল সংযুক্তা, আমার সঙ্গে কেন এরূপ ব্যবহার ক'রছো?"

সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে অন্তঃপুরাবদ্ধা করিয়া প্রত্যহ তাহার নিকট স্বীয় বাসনা নিবৃত্তির জন্য কত সাধ্য-সাধনা করিতেছেন; কিন্তু মর্ম্ম-পীড়িতা সংযুক্তা কোন দিন তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। অদ্য, জীবন বিনষ্টের কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সুতরাং লজ্জা-সরমে জলাঞ্জলী দিয়া কাতরকণ্ঠে সংযুক্তা বলিল—

"কাকা! কাকা! আপনি এ কি কথা বল্‌ছেন! পিতার উৎপীড়ন হ'তে আপনার আশ্রয় লাভ ক'রে ভেবেছিলুম, আমার আর কোন ভয় নাই। এখন দেখ্‌ছি, কাকা তদপেক্ষা নির্ম্মম—হৃদয়হীন। কাকা নররূপী পিশাচ। কাকার আত্ম-পর জ্ঞান নাই। ছি, কি ঘৃণার কথা! আমি যদি জান্‌তে পারতাম যে, সেই কাষ্ঠপ্রতিমা আপনার মূর্ত্তি, তা'হলে কখনই তার গলে মালা দিতাম না।

পৃথ্বী। কি বল্‌ছো সংযুক্তা! কা'র সম্মুখে কথা বল্‌ছ ভেবে দেখ। রসনা সংযত ক'রে কথা বলিও।

তুমিই আমাকে পতিত্বে বরণ ক'রেছ, আবার তুমিই এখন কটু কথা শুনাচ্ছ! এ পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুর—এ কথা মনে রেখ—সংযুক্তা।

সংযুক্তা। জানি আমি, আমার নিকট-সম্পর্কীয় কাকা মহারাজ-চক্রবর্ত্তী দিল্লীশ্বরের সম্মুখে তাঁহারই স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃষ্পুত্রী সংযুক্তা প্রাণের জ্বালায়, ধর্ম্মের অনুরোধে নির্লজ্জ ভাবে পাশবিক অত্যাচারে উৎপীড়িতা হইয়া দু' একটী কটু কথা ব'লে ফেলেছে। শুনুন কাকা! আমাকে ধর্ম্মচ্যুতা ক'রবেন না; আমার স্বামী আছে, এক জনকে আমি জীবন মন সমর্পণ ক'রেছি।

পৃথ্বী। হাঁ, সুন্দরী; পৃথ্বীরাজ তাহাও অবগত আছে। দেখ দেখি এই লিপি কার হস্তাঙ্কিত? আর এই আলেখ্য খানি কার প্রতিকৃতি? সংযুক্তা পৃথ্বীর নিকট তাহার স্বহস্ত লিখিত লিপি ও যমুনার অঙ্কিত চিত্রখানি দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিল। এতদিন পর্য্যন্ত যোধমল যে ফিরিয়া আইসে নাই কেন, সংযুক্তা এখন তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল। সে ভাবিল—"পাপিষ্ঠ পৃথ্বীরাজ কোন ক্রমে পত্রের বিষয় অবগত হইয়া যোধমলকে বধ করিয়া পত্র ও চিত্রখানি হস্তগত করিয়াছে। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ঘোর প্রদেশে পৌঁছায় নাই, প্রাণেশ্বর আমার বিষয়

কিছুই অবগত হ'তে পারেন নাই। হায়! আমার উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই, তিনি জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমি এ বিপদ হইতে মুক্তি পাইতাম।"

পৃথ্বিরাজ চিন্তামগ্না সংযুক্তাকে বহুক্ষণ নীরব দেখিয়া বলিলেন,—"তুমি রাজনন্দিনী, পাঠান ক্রীতদাসপদে আত্ম সমর্পণ করেছ; এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। এখনও তার আশা ত্যাগ কর। যতই উপায় আবিষ্কার কর না কেন; পৃথ্বীরাজের মনোরঞ্জন ভিন্ন তোমার নিস্কৃতি নাই। পাঠান সেনাপতি প্রাণভয়ে পলায়ন করেছে; সে আর এদেশে আস্‌বে না। তুমি সহজে আমার বাসনা পূর্ণ না ক'রলে যে কোন উপায়ে হউক, আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি ক'রব। ও বরাঙ্গ নিশ্চয়ই পৃথ্বীর অঙ্কশায়িনী হইবে। চিন্তা কর সুন্দরী; তুমি সমগ্র হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্ঞী হইবে, ভারত সম্রাট তোমার পদতলে দাসবৎ অবনত থাকবে। এ হেন সুযোগ হেলায় হারা'য়োনা সংযুক্তা।"

পৃথ্বীরাজ প্রস্থান করিলেন। সংযুক্তার নিকট কয়েকজন দাসী আসিয়া তাহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইরূপে পৃথ্বীরাজ প্রত্যহ নিশিথে তাহার নিকট আগমন করিয়া কত অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক ভ্রাতঃষ্পুত্রীর

প্রেম প্রার্থনা করেন; কিন্তু কোনক্রমেই তাহাকে বশীভূত করিতে পারেন না।

কিছুদিন পরে আবার দেশ মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। গুপ্তচরেরা সংবাদ দিল, মুসলমানেরা বিপুল বাহিনী লইয়া হিন্দুস্থান অধিকার করিবার জন্য আগমন করিতেছে। এবার তাদের প্রচণ্ডবেগ রোধ করা সমস্ত হিন্দুস্থান বাসীর শক্তি সমন্বয়েও অসম্ভব হইবে। সুতরাং পৃথ্বীরাজ আপাততঃ দেশ রক্ষার জন্য নানরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রমণী মহলের উপদ্রব অনেকটা হ্রাস হইয়া গেল।

সেনাপতি গোবিন্দরায় বহু নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নানারূপ যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিতে লাগিলেন; আজমীর পতি সমরসিংহ দেশ মধ্যে উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশবাসী জন সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল; হিন্দুস্থানে হিন্দুগণের চির গৌরব রক্ষার্থে সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল। উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র-হয়-হস্তী যিনি যাহা পারেন সংগ্রহ করিতেছেন। যেন প্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা আরম্ভ হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দৃঢ় সংকল্প।

"আর না খুড়া ম'শায়—আর না মন্ত্রীবর! আর আমি আপনাদের উপদেশ গ্রাহ্য ক'রবো না। ধর্ম্ম;—কোথায় ধর্ম্ম!—ভ্রাতঃস্পুত্রী অপহরণ! হরণ বলি কেন,—বলৎকার। চোখের উপর, প্রকাশ্য সভায় শত শত রাজা মহারাজার সম্মুখে, দিনে দুপুরে দস্যুবৃত্তি! কি সর্ব্বনাশ! কি লজ্জা!! এখনো তার মাথায় বজ্রাঘাত হলো না? এখনও সে, পুরী সুদ্ধ রসাতলে গেল না? ধরণী! এখনো তুমি মহাপাপীকে

গ্রাস ক'রলে না? কে বলে ধর্ম্ম আছে? কে বলে পাপীর শাস্তি আছে? অধর্ম্মই এখন পরম ধর্ম্ম। পাপীরই এখন সর্ব্বত্র জয় জয়কার। পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি এ অপমান আর সহ্য ক'রতে পারি না! তোমার গর্ভে লুক্কায়িত হ'য়ে এ কলঙ্ক হ'তে নিস্কৃতি লাভ করি। কই! কই! কিছুইত হ'ল না। আমার মত অপদার্থের স্থান বুঝি ধরণী গর্ভেও নাই। যাই,—আত্মহত্যা করিগে। খুড়া ম'শায়, আমি চল্লুম। একেবারে বিদায় হচ্ছি। ধন-ঐশ্বর্য্য-রাজ্য সবই রইল, আর রইল—দুরপনেয় কলঙ্ক। এ কলঙ্ক মাখা মুখ আর কাউকে দেখা'ব না।—না, না। আত্মহত্যা করা হ'বে না। ধর্ম্মের ভরসায় পৃথ্বীকে পরিত্যাগ করা হ'বে না। প্রতিশোধ। স্বহস্তে পাপীর প্রতিশোধ দিতে হ'বে। নচেৎ ম'রেও শান্তি পা'ব না। অহো! আমি যাই কোথা! আমার তত শক্তি কোথা! পৃথ্বীর প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হওয়া আমার সাধ্য নহে।—কি? রাঠোর জাতি এত দুর্ব্বল?— এত নিস্তেজ?—রাঠোর, নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য— ক'রবে? কখনই না! প্রতিশোধ!—ভীষণ প্রতিশোধ!!"

স্বয়ম্বর সভায় সংযুক্তা হারা হইয়া জয়চ্চন্দ্র পৃথীরাজের সৈন্যসহ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করেন। সে যুদ্ধেও পরাজয় হইয়া মহারাজ শোকে, দুঃখে, অপমানে উন্মত্তবৎ হইয়া

পড়েন। বৃদ্ধ রাওমল ও মন্ত্রীবর কত উপদেশ, কত সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন; জয়চ্চন্দ্র কিছুতেই সে দারুণ অপমান ভুলিতে পারিতেছেন না। একদিন প্রকাশ্য রাজ সভায় ভয়ঙ্কর বেশে মহারাজ এইরূপ প্রলাপ বাক্যে পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন রাঠোর সৈন্য বেগে রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"মহারাজ শান্ত হউন! সু সংবাদ শ্রবণ করুন!

জয়চ্চন্দ্র। সুসংবাদ? কি সুসংবাদ! নরাধম নরকের কীট পৃথ্বীর জীয়ন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ হচ্ছে নাকি! তা' ভিন্ন অন্য কোন সংবাদ জয়চ্চন্দ্রের নিকট সুসংবাদ নহে।

সৈন্য। সেই রকমই বটে মহারাজ। স্থির হ'য়ে শুনুন,—

জয়চ্চন্দ্র। এঁ্যা,—সেই রকম! তবে সত্যই কি ধর্ম্ম ব'লে একটা কিছু আছে নাকি? বল, বল শুনি, কি রকম সুসংবাদ।

সৈন্য। মোহাম্মদঘোরী বিপুল বাহিনী সহ ভারত বিজয়োদ্দেশ্যে আগমন করেছেন, অনুসন্ধানে জান্‌তে পেরেছি দিল্লী দলন ক'রে, পৃথীরাজের রাজ্যাধিকার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সময় একবার তাঁর সঙ্গে যোগদান ক'রলে মহারাজের বাসনা নিশ্চয়ই সফল হ'বে।

জয়চ্চন্দ্র। সুসংবাদ বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ 'সু' নহে। আবার সেই মুসলমান! অহো! তাদের দোষ কি? সেনাপতি সূর্য্যসিংহই সকল অনিষ্টের মূল। নচেৎ বিশ্বজয়ী জাতি পশ্চাৎপদ হ'বে কেন! সূর্য্যসিংহ, সূর্য্যসিংহ!

সূর্য্যসিংহ। আদেশ করুন মহারাজ!

জয়চ্চন্দ্র। আর তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না। যাও, এই মুহূর্ত্তে ঘোরীর নিকট গমন কর, আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রলাম। সেনাপতি কুতুবদ্দিনের নিকট তোমার পূর্ব্বকৃত চক্রান্তের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্ষমা ক'রবেন। অতঃপর আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহাকে এবং সোলতানকে জানাইয়া বিশেষ পরামর্শ হেতু নিমন্ত্রণ করিয়া এস। তাঁহারা যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকার করেন, আমি নিজে নির্দ্দিষ্ট দিনে সোলতানের নিকট উপস্থিত হইব। তাঁহার সঙ্গে একযোগে পৃথ্বীর বিনাশ সাধন কর্‌বো। যাও সেনাপতি, যাও মন্ত্রীবর! দুইজনে একত্রে গললগ্নী-কৃতবাসে, তাঁহার নিকট গিয়া আমার প্রার্থনা জানাও।

সূর্য্যসিংহ। যে আজ্ঞা মহারাজ, এই চল্লুম। সংযুক্তাকে হারাইয়া আমার জীবন-ধারণ করা বৃথা। মুসলমান-সেনাপতি ক্ষমা না করেন, সেও মঙ্গল। যাই, জীবনের শেষ প্রভুর কার্য্য সাধন করি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যসিংহ ও মন্ত্রীবর উভয়েই সেই সৈনিকের সঙ্গে মোহাম্মদ ঘোরীর উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তাহা দেখিয়া প্রবীণ রাওমল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ;—

"বিপদকালে লোকের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পায়, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। জয়চ্চন্দ্র! মুসলমানদের গতিরোধ করা দেবের অসাধ্য। নিশ্চয়ই একদিন ভারতবক্ষেঃ অৰ্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা বিজয়গর্ব্বে হেলিয়া দুলিয়া সমস্ত হিন্দু-রাজাকে উপহাস ক'রবে। বেদমন্ত্র মুখরিত, বীর-প্রসবিনী আর্য্যভূমি মুসলমানদের করতলগত হ'বে, এবং আর্য্য-গৌরব চিরতরে নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাবে। কিন্তু, তাই ব'লে স্বহস্তে তাদের মুখে নিজের গ্রাস তুলে দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে! প্রতিশোধের অন্য উপায় অবলম্বন কর। আমার বিশ্বাস, সমস্ত হিন্দুরাজাগণ একযোগে মুসলমানশক্তির বিপক্ষে দণ্ডায়-মান না হ'লে, এই যুদ্ধেই আর্য্য-জীবন-সন্ধ্যার সূচনা হইবে। পৃথ্বীর নিধন ত হবেই, অধিকন্তু তুমিও নিরাপদ নও; দিল্লী হস্তগত হ'লে নিশ্চয়ই তারা অন্যান্য রাজ্যগুলি হস্তগত ক'রবে। ক্ষান্ত হও জয়চাঁদ; তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, দেশের শত্রুর শক্তিবৰ্দ্ধন ক'রো না। জন্মভূমির গৌরব-রক্ষার্থে সমস্তই ভুলে যাও।"

লাঞ্ছিতাপমানিত—প্রতিহিংসা-পরায়ণ জয়চ্চন্দ্র বজ্র-নির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন—

"বুদ্ধিহারা পাগলের প্রলাপবৎ বৃদ্ধের উপদেশ শুন্‌তে চাই না। অন্ধকার ভবিষ্যতের উপর নির্ভর ক'রে বর্ত্তমানে সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আপনার কোন কথাই বল্‌বার আবশ্যক নাই; জয়চ্চন্দ্রের সংকল্প নিশ্চল পর্ব্বতবৎ অচল অটল।"

রাওমল। একদিন দেখতে পাবে জয়চাঁদ, বৃদ্ধের প্রলাপ কতদূর সত্য।

জয়চ্চন্দ্র। আমার সব গেছে, লোক সমাজে মুখ দেখাবার উপায় নাই। রাজ্য যাবে যাক্। হিন্দুস্থানে হিন্দুর অধিকার বিনষ্ট হবে হোক; এত অত্যাচার সহ্য হয় না। মুসলমান জাতির দ্বারা ভারতে শান্তি স্থাপন হবে।

জয়চ্চন্দ্রের কথায় সভাস্থ সকলেই বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল না। অতঃপর মহারাজ অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন, বৃদ্ধ রাওমলও দুঃখিত চিত্তে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

* * * *

তিন দিন পরেই মোহাম্মদ ঘোরী জয়চ্চন্দ্রের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে কনোজ-রাজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে কুতুব-

দ্দিন ও আলীজাহান। জয়চ্চন্দ্র স্বীয় মন্ত্রী ও সেনাপতিকে লইয়া ঘোরীর সঙ্গে এক বিস্তীর্ণ হর্ম্ম্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তখন রাত্রিকাল। সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে পর সোলতানের চিত্ত-বিনোদনার্থে কতকগুলি পরমা সুন্দরী নর্ত্তকী ও গায়িকা তথায় উপস্থিত হইয়া নাচগান আরম্ভ করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া সোলতান বলিলেন—"একি নিঃলজ্জ ব্যবহার! এতগুলি যুবতী স্ত্রী এতগুলি পুরুষের সম্মুখে অৰ্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় বাহির করিয়া কি আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন মহারাজ! এই মুহূর্ত্তে ইহাদিগকে বিদায় দিন, নচেৎ আমরা এস্থান ত্যাগ করিব। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন আমরা মুসলমান। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ একত্র হইয়া রমণী পরিমণ্ডিত আমোদ-প্রমোদ নৃত্য-গীত আমাদের ধর্ম্মের বহির্ভূত—পাপকার্য্য।

জয়চ্চন্দ্র বিস্মিত মনে অপ্রতিভ হইয়া সুন্দরীদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন—সকলেই চলিয়া গেল। অতঃপর, জয়চ্চন্দ্র নিজহস্তে মদিরাভাণ্ড হইতে স্বুবর্ণপাত্রে সুরা পূর্ণ করতঃ সোলতান সমক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক নম্রস্বরে কহিলেন—"মহানুভব, এইটুকু পান করুন। সোলতান দেখিলেন তাহা 'শরাব।' আলীজাহান সোলতানের কথা বলিবার পূর্ব্বে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—মহারাজ!

মুসলমানের নিকট মদ্য অস্পৃশ্য পদার্থ। বোধহয় আপনি তাহা অবগত নহেন, তাই দেশপ্রথানুসারে এই সমস্ত বাহির করিয়াছেন। সমস্তই দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার উদ্দেশ্য বিবৃত করুন ; সময় অতি সামান্য,—কর্ত্তব্য অনেক।

জয়চ্চন্দ্র লজ্জিতবদনে মদিরাভাণ্ড অপসারিত করিয়া বলিলেন, ক্ষমা করিবেন সোলতান ! হিন্দু আমরা, আপনাদের আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না।

সোলতান মোহাম্মদ ঘোরী উত্তর করিলেন,—আমরা আপনার আদর অভ্যর্থনা লাভ ক'রতে আসি নাই। অন্য কোন কথা থাকে বলুন।

জয়চ্চন্দ্র নিজের দুরবস্থার কথা সমস্তই আদ্যন্ত বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়া সোলতানকে শুনাইলেন। দয়ার্দ্রচিত্ত সোলতান তাহা শুনিয়া বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইলেন এবং বলিলেন—নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, শীঘ্রই ভারতের এই অধর্ম্মস্রোত বন্ধ হ'য়ে বিধাতৃ বিধানের বিমল জ্যোতি প্রবাহিত হবে। অচিরে পৃথ্বীরাজ স্বীয় অগাধ পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবী হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রবেন, অথবা পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন

ক'রবেন। আমি আর অপেক্ষা ক'রতে পারছি না, এখন বিদায় হই, মহারাজ।

রজত-শুভ্র-কৌমুদী-স্নাত নিশিথে সর্ব্বত্র জ্যোৎস্না মাখিয়া নিশাসুন্দরী-হাস্যাননে অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছেন, মোহাম্মদ ঘোরী দুইজন সঙ্গী-সহ তাহার মধ্য দিয়া ধীর গমনে স্বীয় সৈন্য মণ্ডলীর দিকে প্রস্থান করিলেন। জয়চ্চন্দ্র মৃদু মধুর হাসি মুখে রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(নারায়ণ-যুদ্ধ)

আর্য্যজীবন-সন্ধ্যা।

১১৯৩ খৃষ্টাব্দ। পৃথ্বীরাজ ঘোরীর আগমন সংবাদ অবগত হইয়া অগণন সৈন্য সহ তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পূত সলিলা দৃষদ্বতী তীরে নারায়ণ নামক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইলেন। ঘোরী এই স্থানেই শিবির সংস্থাপন করিলেন। এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মুসলমান সৈন্য। জয়চ্চন্দ্রের বহু সৈন্য তাঁহাদের সঙ্গে

যোগ দিতে আসিল; কিন্তু সোলতান তাহাদিগকে আর সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া সকলকে বিদায় করিলেন। বলিয়া দিলেন—যদি আবশ্যক হয়, তখন তোমাদিগকে ডাকিয়া লইব—এখন যাও, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাক।

সূর্য্যসিংহ তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন—'যখন জীবনে আর শান্তি নাই, তখন প্রভুর কার্য্য সমাধা করিতে গিয়া মৃত্যু হয় তাহাও স্বীকার, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিব না।'

পৃথ্বীরাজ মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা অবগত হইয়া ভীতচিত্তে এক ফন্দি আঁটিলেন। দূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, সমস্ত হিন্দু রাজাগণ একত্র মিলিত হইয়াছেন, আমাদের সৈন্য সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। আপনি বিনা রক্ত পাতে ফিরিয়া যান, আমরা কিছু বলিব না। নচেৎ এ যুদ্ধে আপনার সৈন্য ক্ষয় ভিন্ন কিছু লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে।

মোহাম্মদ ঘোরী এ সংবাদে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া সগর্ব্বে উত্তর দিলেন, সম্ভব অসম্ভব পরে বিবেচনা করা যাইবে। বিগত যুদ্ধে পরাজয় হেতু যে অপযশ লাভ হইয়াছে, তজ্জন্য ভয়ানক মনঃপীড়া ভোগ করিতেছি; যেহেতু মোস্লেম গৌরবে কলঙ্ক কালিমা আমাদের অসহ্য। নষ্ট গৌরব

পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, হিন্দুস্থানে মোস্লেম প্রভাব স্থাপন করা অনিবার্য্য। হিন্দুর যত শক্তি থাকে তাহা তদ্বিপক্ষে প্রয়োগ করিতে পারেন, মোহাম্মদ গোরী তাহাতে ভীত নহে।

পৃথ্বীর ফন্দিতে কোন কার্য্য হইল না দেখিয়া স্বদেশ রক্ষার জন্য সকলেই জীবনপণ করিলেন। জননী জন্মভূমির এই অবশ্যম্ভাবী বিপদ দেখিয়া অনেক রাঠোর প্রকাশ্যরূপে পৃথ্বীর সঙ্গে যোগ দিল। আজমীর পতি রাজা সমরসিংহ ও চালুক্য বংশের বহু লোক যথাসাধ্য শক্তি সংযোগে পৃথ্বীর সঙ্গে মিলিত হইলেন। ফলে পৃথ্বীরাজের অধিনে প্রায় দুইলক্ষ সৈন্য

উভয় পক্ষে বিরাটবাহিনী। প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে ভীষণ সমর-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া উভয় দলে তুমুল সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। একদিকে অসহ্য অবমাননার ভীষণ প্রতিশোধ-বাঞ্ছা,—পৌত্তলিক ভারত ভূমে নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা স্থাপন-আকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে আর্য্য জাতির চির স্বাধীনতা রক্ষার স্থির প্রতিজ্ঞা। বীরত্বে কোন পক্ষই কম নহে। একদিকে বর্শা-বল্লম-তীর-তরবারী-লাঠি-ঠেঙ্গা, অন্যদিকে মোসলেম-জ্ঞান-বিজ্ঞানোদ্ভব ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র কামান এবং তীর-তরবারী প্রভৃতি। মুহুর্ম্মুহুঃ কামান ধ্বনিতে হিন্দুগণ প্রমাদ গনিল; অসংখ্য লোক কামান-মুখে

প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে। ক্ষিপ্রগামী সুশিক্ষিত আরবীয় অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মুসলমানগণ গভীর হুঙ্কারে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনিতে গগন মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। হিন্দু সৈন্যগণও ভীম বেগে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে; তাহারাও সুশিক্ষিত অশ্বারূঢ়। কেহ কেহ হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রকাণ্ড খড়্গ হস্তে যুদ্ধে মত্ত। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল, অসংখ্য হিন্দু সৈন্য শোণিত স্রোতে তৃণবৎ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, মুসলমান সৈন্যও ক্ষয় হইতেছে; কিন্তু অল্প। হিন্দু সৈন্যগণ মুসলমানদিগের উপর প্রচণ্ড বেগে অজস্র বর্ষা-বল্লম ও শিলা খণ্ড নিক্ষেপ করিতেছে, সে দিকে কাহারও ততটা লক্ষ্য নাই। তাহারা শত্রুসৈন্য মন্থন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে ব্যস্ত। ক্রমে হিন্দুগণ পলায়নোন্মুখ হইল। আজমীর-রাজ সমর-সিংহ তাহা দেখিয়া নগ্নপদে ত্রিশূল হস্তে ভৈরব বেশে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন,—বীরগণ রণে ভঙ্গ দিও না, এই যুদ্ধই আর্য্যজাতির ভাগ্য সূর্য্যের মহা পরীক্ষার স্থল। গরিয়সী জন্মভূমি বিধর্ম্মি-পদে সমর্পণ করিও না। স্বাধীনতার বিনিময়ে চির অধীনতা ক্রয় ক'রো না। এক প্রাণী অবশিষ্ট থাক্‌তে যুদ্ধ ত্যাগ করলে আমার হাতে তার নিস্তার নাই।

হিন্দু সৈন্যগণ পুনরায় ভীমনিনাদে মোস্লেম-সৈন্য-বূহ বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সেনাপতি কুতুবুদ্দীন সমর সিংহের দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সেনাপতি বখ্‌তিয়ার বহুল সৈন্যসহ কুতুবকে রক্ষা করিবার জন্য স্তরে স্তরে সজ্জিত হিন্দু সৈন্য বিদলিত করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন: ইতিমধ্যে সমর সিংহ শিবিরাভিমুখে সরিয়া পড়িলেন। সমস্ত মোস্লেম সৈন্য কুতুব ও বখ্‌তিয়ারের দিকে গমন করিয়াছে দেখিয়া একদল সৈন্যসহ সমর সিংহ মুসলমানদের কয়েকটী কামান হস্তগত করিলেন। কিন্তু বারুদ কোথায়? সুতরাং তাহা কোন কাজের হইল না।

সেনাপতির ইঙ্গিত ক্রমে মুসলমান সৈন্যগণ ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল; হিন্দুগণ আনন্দে অধীর হইয়া তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহাদের স্তরে স্তরে সজ্জিত ব্যূহ ভগ্ন হইয়া গেল। তখন বিদ্যুৎ-বেগে মুসলমানগণ তাহাদের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে সকলের মনে ভীষণ ত্রাস উৎপাদন করিয়া দিল। তাহারা দেখিল, আর নিস্তার নাই—মৃত্যু অনিবার্য্য। সুতরাং তাহারা জীবনের আশা পরিত্যাগ

করিয়া সমস্ত শক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু জালবদ্ধ শিকারের লম্ফ ঝম্ফ কতক্ষণ? ক্রমশঃ সকলে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সেনাপতি গোবিন্দরাও নিহত হইলেন; অন্যদিকে পৃথ্বীরাজ সশরীরে পশ্চাদ্দিক হইতে মুসলমান সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। হিন্দু সৈন্যগণের পলায়নের পথ রুদ্ধ ছিল, এখন পৃথ্বীকে ধরিবার জন্য এক দিকের সৈন্য তাঁহার দিকে ফিরিয়া গেল। হিন্দু সৈন্যগণ সেই পথে বাহির হইয়া হাফ ছাড়িল। আবার তাহারা পৃথ্বীকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইল।

বৃদ্ধ চাঁদকবি প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদানার্থ বরাবর মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন; অকস্মাৎ আলী জাহান তরবারি হস্তে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পরস্পর পরিচিত হইলেন। দুইজনই সম কর্ম্মী রহস্য-প্রিয় কবি। প্রথমে চাঁদ কবি রহস্যচ্ছলে বলিলেন—এ বৃদ্ধ বয়সে সুদূর বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কেন এদেশে মরিতে আসিয়াছ? ওদিকে তোমার গৃহিণী এতক্ষণ 'নিকার' জন্য 'খসম' খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আলী জাহানও কম নহে—উত্তরে বলিলেন—ঠিক কথা, আমি মরিলে আমার বিবি অন্য খসম গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহাতে কোন দোষ নাই, কারণ আমরা মুসলমান,

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তুল্য অধিকার। কিন্তু আপনার অন্তর্দ্ধান ঘটিলে আপনার বিবি সাহেবার কি হইবে? তাঁহার ত আর অন্য 'খসম' গ্রহণের উপায় নাই, অথবা এ বয়সে উপপতি গ্রহণও অসম্ভব। অতএব আপনার জীবন নষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আপনার ঐ সুদীর্ঘ টিকিটি আমাকে দান করিলে তখন রূপ বর্ণনার লালিত্য বৃদ্ধি হইবে।

চাঁদকবি এই শ্লেষবাক্যে অধৈর্য্য হইয়া আলী জাহানের বক্ষঃদেশ লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে কম্পিত হস্তের লক্ষ্য স্থির হইল না, বর্শা অন্যদিকে চলিয়া গেল। আলী জাহান তাহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার টিকিচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যসিংহ কোথা হইতে ত্বরিত গতিতে উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এখানে কবির লড়াই আবশ্যক নাই। ইহা যুদ্ধক্ষেত্র,—সাহিত্য-কানন নহে, অথবা কবিতা-কুঞ্জও নহে। এখানে ছন্দের লালিত্য শব্দের মাধুর্য্য বা কল্পনার উচ্ছ্বাস নাই। প্রস্থান করুন কবিবর, এ বড় নীরস স্থান, এখানকার লোক গুলাও বেরসিক, কাব্যরস বোধ কাহারও নাই।

চাঁদ কবি তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন। আলী জাহান ও চাঁদ কবি উভয়েই সূর্য্যসিংহকে পূর্ব্ব হইতে হিতৈষী

রূপে অবগত আছেন। সুতরাং কেহ কোন রূপ বাক্য ব্যয় না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পৃথ্বীরাজ এই সময় সূর্য্যসিংহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সূর্য্যসিংহকে লক্ষ করতঃ রোষ প্রকম্পিত স্বরে বলিলেন, "সূর্য্যসিংহ, ম্লেচ্ছের দাস হইয়াছ! সামান্য স্বার্থের জন্য মাতৃভূমির বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে না, উহাদের দাসত্ব করিয়াই পাপ জীবনের অবসান করিতে হইবে।"

"চুপ কর নরাধম! উদারচরিত মুসলমানের দাসত্ব বরং ভাল; তোমার ন্যায় আত্মপর জ্ঞান শূন্য কামুকের অস্তিত্ব অসহ্য। অচিরে তোমারও জীবন দীপ নির্ব্বাণ হইবে, অনেক পাপ করিয়াছ এখনও কৃতপাপের জন্য অনুতাপ কর।"—ইহা বলিয়া সূর্য্যসিংহ অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ক্রমে দিবা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-সৈন্য ক্ষয় হইয়া আসিল। সমস্ত দিনব্যাপী যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজ বন্দী হইলেন। সন্ধ্যা সুন্দরীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য জীবন-সন্ধ্যা ঘণীভূত হইয়া আসিল। অবশিষ্ট হিন্দু সৈন্যগণ তদৃষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ণ করিল। মুসলমানেরা আর তাহাদের অনুসরণ করিল না। সকলেই বিজয়োল্লাসে আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে পৃথ্বীরাজ ও অন্যান্য বহু বন্দীসৈন্য লইয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মোস্লেম শিবির।

শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী ফুল্ল রজনী। মৃদুমন্দ মলয় মারুত ঝির ঝির রবে বহিয়া বহিয়া তাপদগ্ধ ধরিত্রীর স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিতেছে। বিশাল নারায়ণ প্রান্তরের প্রান্ত ভাগে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সংস্থাপিত অসংখ্য বস্ত্রাবাস গুলি চন্দ্রকর-স্পর্শে রজতময় পর্ব্বত শ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার উপরি ভাগে অর্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত বহু পতাকা মৃদু মারুত তাড়নে পত পত শব্দে নাচিয়া নাচিয়া জগৎবক্ষে মোস্লেম-বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। সেই রজত বিনিন্দিত শুভ্র

জ্যোৎস্নায় ও অসংখ্য দীপাবলীর উজ্জ্বল আলোক মধ্যে বীর পুরুষগণ ক্ষণেকের জন্য রণ সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করিয়া শান্ত শুদ্ধচিত্তে অবনত মস্তকে নামাজে দণ্ডায়মান। কি সুন্দর, কি প্রাণারাম দৃশ্য! তাহারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে একই সময়ে কখন বসিতেছে, কখন স্ব স্ব মস্তক মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যে ভূ-বিলুণ্ঠিত করিয়া দিতেছে! কি হৃদয়োন্মাদক শোভা!!

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এক ভাবে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের বীরত্বময় যশোগরিমা গর্ব্বিত মস্তক, শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে ধূলি বালু মধ্যে অসঙ্কোচে লুটাইয়া দিতেছে; আবার যুক্তকরে ধীরে ধীরে একই সঙ্গে প্রার্থনা করিতেছে। জাগতিক চিন্তা, আত্ম চিন্তা, গৃহের চিন্তা, সুখ দুঃখ চিন্তা ও লোভ মোহ কাম ক্রোধাদি হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলি কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। অদূরে বন্দী সৈন্যগণ বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে একদৃষ্টে এই অভিনব দৃশ্য দর্শনে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাদের উপাসনার মাধুর্য্য অনুভব করিতেছে।

অন্যদিকে মহারাজ জয়চ্চন্দ্রের শিবির। চলুন পাঠক এ স্নিগ্ধ নিশীথে মহারাজ কি করিতেছেন একবার দেখিয়া আসি। ঐ দেখুন শিবিরাভ্যন্তর কয়েকটা উজ্জ্বলদীপালোকে

পরিশোভিত, একপার্শ্বে মহারাজ জয়চ্চন্দ্র এক খানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল বদনে যেন গভীর চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ সুখের দিনে এ আনন্দের সময় মহারাজের এ কি চিন্তা? ওঃ! বুঝিয়াছি পাঠক, এ কোনরূপ দুশ্চিন্তা নহে। মহারাজ ভাবিতেছেন—"এতদিনে আমার বাসনা সফল হইল। চির শত্রু পৃথ্বী আজ বন্দী। যার কাছে বারবার পরাভূত হ'য়ে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রেছি, প্রদীপ্ত রাঠোর বীরত্বে কলঙ্ক কালিমা লেপন ক'রেছি, যে নরাধম আমার পবিত্র বংশ কলুষিত ক'রে জাতীয় গৌরব ধ্বংস ক'রেছে,---সেই,—সেই চির শত্রু পৃথ্বীরাজ আজ বন্দী। এতদিনে বুঝ্‌লাম—সত্যই জগতে ধর্ম্ম আছে, সত্যই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। কল্য সোলতানের দরবার। দরবারে সমস্ত মনোবেদনা নিবেদন ক'রবো! আমার আজীবন অপমানের প্রতিশোধ নিব! কি আনন্দ! কি শান্তি!!

এইরূপ কত অভাবনীয় চিন্তায় মহারাজ নিমগ্ন রহিয়াছেন এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "মহারাজ, আহার প্রস্তুত।" তাহা শুনিয়া জয়চ্চন্দ্র উদর সেবার্থে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

এদিকে মুসলমানেরা নামাজ পড়িতেছেন। অকস্মাৎ এক গৈরিক বসনাবৃতা আলুলায়িতা কেশা ভৈরবী মূর্ত্তি

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল। ক্ষণকাল পরে ভৈরবী মূর্ত্তি রণক্ষেত্রের দিকে প্রস্থান করিল। সূর্য্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

সূর্য্যসিংহ দূরে দূরে থাকিয়া দেখিলেন—ভৈরবী রণক্ষেত্রে গিয়া শবরাশির মধ্যে কাহাকে যেন অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা রণক্ষেত্রে আর একটী ভৈরবী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল! সূর্য্যসিংহ প্রথমে একটু ভীত হইলেন; পরে বীর হৃদয়ে সাহস সঞ্চয় করিয়া বজ্র মুষ্টিতে অসি ধারণপূর্ব্বক তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ভৈরবীদ্বয় কেহ কাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে না, দূরে দূরে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ইতিমধ্যে প্রথমা ভৈরবী শবরাশির মধ্যে একস্থানে বসিয়া পড়িল এবং অস্ফুটস্বরে ক্ষুদ্র একটী কাতরধ্বনি করিয়া উঠিল। শূন্য প্রান্তরে সে স্বর বহু দূর ধ্বনিত হইল, তাহাতে দ্বিতীয়া ভৈরবী চমকিতভাবে সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। এবং পর মুহূর্ত্তেই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া উভয়ে একত্র হইল। প্রথমা ভৈরবী চকিতনেত্রে তাহার দিকে ফিরিয়া ভগ্নস্বরে বলিয়া উঠিল,—

"কে তুমি, প্রিয় সখী সংযুক্তা? বড় শুভ সময়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। আমার কপাল ভেঙেছে সখি, এই দেখ যোধমল বীরবেশে রণশয্যায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত—সোণার অঙ্গ রুধির রঞ্জিত।"

সংযুক্তা ব্যস্তভাবে তাহার নিকট বসিয়া বলিল—না সখি, যোধমল এখনও জীবিত আছে—জল দাও যমুনা।

পাঠক, বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, প্রথমা ভৈরবী আমাদের যমুনা, দ্বিতীয়া—কনোজকুমারী সংযুক্তা।

যমুনার হস্তে একটী ক্ষুদ্র জলপাত্রে জল ছিল। সংযুক্তার কথামত তাহা হইতে অল্প অল্প জল লইয়া যোধমলের মুখে ও মস্তকে প্রদান করিতে লাগিল। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন প্রদীপে একটু আশার সঞ্চার হইল; যোধমল চাহিয়া দেখিল, পার্শ্বদেশে তাহার চিরবাঞ্ছিত যমুনা,—অদূরে সংযুক্তা।

যোধমল বিজড়িতস্বরে বলিল—এসেছ যমুনা! তো-মার আ-দেশ, পা-ল-ন করে-ছি! সময়ে-আস্‌তে পা-রি-নি! যখন-এসেছি-যুদ্ধ—। আ-র,-না! সব-সা-ধ মিটেছে! মৃত্যু-কালে-তোমাকে-পে-য়ে-প্রাণ-শী-তল হল। এ-স,—এস-যমু-নে! তোমার-বক্ষেঃ সুখে-মৃ-ত্যু-আলিঙ্গন-করি! য-মু-না-প্রিয়ে—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যমুনা, যোধমলকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। যোধমল স্বীয় প্রণয়িনার বক্ষঃদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া মুর্চ্ছিত হইল ; সে মুর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

সূর্য্যসিংহ আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, কোষে অসি আবদ্ধ করিয়া দ্রুত গতিতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল—বেশ যমুনা, বেশ সংযুক্তা! রণক্ষেত্রেও তোমাদের প্রেমের অভিনয়! সূর্য্যসিংহ এখনও জীবিত আছে সংযুক্তা!—তোমার জন্য আজিও এ পাপ জীবন বহন কচ্ছি। আজ এই নির্জ্জন নিশিথে তোমার দর্শন লাভ ক'রে তাপ দগ্ধ প্রাণে শান্তিসুধা সঞ্চারিত হ'ল। এস প্রিয়তমে!—আর প্রতারণা কেন?

ইহা বলিয়া সূর্য্যসিংহ সংযুক্তার দিকে অগ্রসর হইল। সংযুক্তা হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাহার বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দিয়া বলিল—এই দেখ, পাপীর পরিণাম; অবৈধ প্রেমের চরম গতি। যাও সূর্য্য! চিরতরে অস্তমিত হও! সে অনন্ত প্রদেশে গিয়া চিরশান্তি লাভ কর। প্রভু কন্যার এই শেষ আশীর্ব্বাদ!

বিষাক্ত অস্ত্রাঘাতে সূর্য্যসিংহের প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ু-সাগরে মিশিয়া গেল। এদিকে যমুনা বলিয়া উঠিল—সখি! সেনাপতি কুতুবদ্দিন অক্ষত শরীরে শিবিরে অবস্থান।

ক'রছেন,—পৃথ্বিরাজ বন্দী। যাও সখি, ভগবান তোমার বাসনা পূর্ণ ক'রবেন। আমার আর জীবনের সাধ নাই ; পরকালে দেখা হবে।—যোধমল! যোধমল! দাঁড়াও!! হতভাগিনীকে সঙ্গে লও!—এই আমি চল্লুম!

যমুনা স্ববক্ষে তীক্ষ্ণ-ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।—"কি কর, কি কর সখি! একটু অপেক্ষা কর"—বলিয়া সংযুক্তা তাহার নিকটে গিয়া দেখে, যমুনা যোধমলের পায়ের উপর পড়িয়া। সংযুক্তা তাহার হস্ত ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিল। যমুনার তখন দেহ রুধিরসিক্ত, চক্ষু বিস্ফারিত এবং কণ্ঠে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা-সূচক শব্দ!—প্রিয়সখীকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল, সমস্তই বিফল প্রয়াস। মুখে একটু জল দিল, তাহা গলাধঃ-করণ হওয়ার পরিবর্ত্তে এক ঝলক রক্ত উঠিয়া মুখপূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ! যমুনার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিল।

সংযুক্তা উন্মত্তবৎ বলিতে লাগিল—"বেশ সখি, বেশ পথ দেখালে। যন্ত্রণা শান্তির জন্য ইহাই সরল পথ। বোধ হয় আমাকেও শীঘ্র এই পথ অবলম্বন ক'রতে হ'বে।—যাই!—একবার শেষ দেখা দেখে আসি।"

সংযুক্তা বেগে শিবিরাভিমুখে প্রস্থানোদ্যতা হইল। ইতিমধ্যে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ সবেগে আসিয়া তাহাকে

ধরিয়া ফেলিল। সৈনিকেরা ইতিপূর্ব্বে ইহাকে একজন পুরুষহত্যা করিতে দেখিয়াছিল; সুতরাং প্রতিহিংসা পরায়ণা উন্মাদ রমণী বোধে ভৈরবীর হস্তপদ বন্ধন করিয়া শিবিরে প্রেরণ করিল।

মুসলমান সৈনিকেরা নামাজ সমাপনান্তে সোলতানের আদেশে রণক্ষেত্রে নিপতিত আহত সৈনিকবৃন্দের শুশ্রূষার জন্য শবরাশির মধ্যে আহত সৈন্যের অনুসন্ধানে আসিয়াছিল। গভীর নিশিথে রণক্ষেত্রে রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে তাহার কার্য্যলক্ষ্য করিতেছিল। এই রমণী দ্বারা দুইটী প্রাণীর জীবন নষ্ট হইতে দেখিয়া উন্মাদ বোধে তাহাকে বন্দী করিল! অতঃপর শবরাশির মধ্য হইতে বহু হিন্দু ও মুসলমান আহত সৈন্যের উদ্ধার সাধন করিয়া শিবিরে লইয়া গেল; এবং উপযুক্ত হাকিমেরা তাহাদের ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। এদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত বন্দী সৈনিকদিগকে উপযুক্ত আহার প্রদানপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিল, আগামী কল্য সকলের ব্যবস্থা করা হইবে।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। বিশ্ববিমোহন আহ্বান ধ্বনি প্রাভাতিক আজান ধ্বনিতে পৌত্তলিক প্রদেশ মুখরিত করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া সে স্বর অনন্ত প্রদেশে লীন হইয়া

গেল। ঐশ্বরিক তেজোদ্দীপ্ত বাণী ঝঙ্কারে দেব-দৈত্য ভূত-প্রেত অস্থির ভাবে পলায়নপর হইল; হিন্দুগণ চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। মুসলমানেরা আবার একাশনে একই ভাবে এক খোদার উপাসনায় মনোনিবেশকরিলেন।

ক্রমে ক্রমে দিনমনির আগমনে জগৎ হাসিয়া উঠিল। পশুপক্ষী স্বস্থান ত্যাগ করিয়া ব্যস্ততার সহিত আহারণ্বেষণে দিগ্‌দিগন্ত ধাবিত হইল। সোলতান, বন্দীদিগকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সহস্র সহস্র বন্দী-সৈন্য নগ্নপদে নিরস্ত্রবেশে সোলতান-সমীপে উপস্থিত করা হইল, তাহারা সকলে ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে সোলতানের প্রতি সকরুণ-দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ক্ষমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথ্বীরাজকে রাজোচিত সম্মানের সহিত সোলতান-সমীপে উপস্থিত করা হইল। মহারাজ জয়চ্চন্দ্র তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর মানহানী, যজ্ঞনষ্ট ও দস্যুর ন্যায় কন্যা লইয়া পলায়নের অভিযোগ উপস্থাপিত করিলেন। কনোজকুমারী সংযুক্তা ও গতরাত্রে বন্দিনী হইয়া শিবিরে আবদ্ধা ছিল, তাহার জবানবন্দী লওয়া হইল। সংযুক্তা ক্রোধে সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল—

"এখনও পাপিষ্ঠের পাপপ্রাণের অবসান হয় নাই? আমি উহার স্নেহভাজন ভ্রাতঃষ্পুত্রী। পাপ-বাসনা চরিতার্থ

করার জন্য আমার প্রতি যত অত্যাচার করেছে; ও পাপ দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত ক'রলেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তাহার উপযুক্ত শাস্তি এ জগতে নাই।"

সোলতান বলিলেন,—মহারাজ পৃথ্বী!—

পৃথ্বীরাজ কম্পিত-কলেবরে বলিলেন, ক্ষমা করুন সোলতান!

"মহারাজ আপনি বীর, বীরের হৃদয় কম্পিত হয় কেন? আপনি বহু অভিযোগে অভিযুক্ত। আমি আপনাকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু—"

"না না সোলতান! অমন নরপিশাচকে ক্ষমা করা নিশ্চয়ই পাপের কার্য্য!" ইহা বলিয়া জয়চ্চন্দ্র নীরব হইলেন।

"বাদী ক্ষমা না করিলে আমার কোনই হাত নাই মহারাজ। আপনি কনোজপতি জয়চ্চন্দ্রের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করুন।"

গর্ব্বিত পৃথ্বীরাজ কোনক্রমেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর পৃথ্বীরাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বন্দী সৈনাদিগকে বিনা বাক্যব্যয়ে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। আহত সৈন্যগণের জন্য আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে ঔষধ ও পথ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মুসলমান-সোলতানের উদারতা দর্শনে প্রীত হইয়া বহু হিন্দু-সৈনা দলে দলে মুসলমান হইয়া গেল।

পৃথ্বীরাজকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া ঘাতককর্ত্তৃক নিহত করা হইল। ভারতের হিন্দু-স্বাধীনতা রবি চিরতরে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

মহারাজ জয়চ্চন্দ্রের আদেশে সংযুক্তার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। সংযুক্তা তখন সেনাপতি কুতুবদ্দিনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—দাসীর হৃদয় দেবতা! আপনার জন্য আজিও এ অত্যাচার-পীড়িত তাপদগ্ধ জীবন দেহপিঞ্জরে অবস্থান করিতেছে। আর সহ্য করতে পারি না। দাসীকে গ্রহণ ক'রে চির সন্তপিত প্রাণ শীতল করুন! সংযুক্তা জীবনে মরণে অন্য কাহাকেও জানে না।

রাজকুমারী ;—পরমা সুন্দরী। আবার তাহার হৃদয়ের তেজ, প্রণয়ের দৃঢ়তা সত্যই কুতুবকে বিচলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু উপায় নাই ;—কাফের রমণী।

কুতুবদ্দিন নীরব, নিস্পন্দ-বাকশক্তি রহিত! অনেকক্ষণ এভাবে থাকিতে দেখিয়া সংযুক্তা বলিল কি ভাবছেন সেনাপতি! কুতুবদ্দিন নম্রভাবে বলিলেন—"কনোজ-রাজকুমারী ক্ষমা ক'রবেন। হিন্দু-রমণী মুসলমানের গ্রহণ-যোগ্য নহে। তায় আবার দুর্ম্মতি পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুরে বহুদিন অবস্থান করায় আমার মনে স্বতঃই সন্দেহের উদয় হচ্ছে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে আপনার

নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা কচ্ছি! তবে আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি;—গ্রহণ করতে পারি না।

সংযুক্তা উন্মাদিনীর ন্যায় বিকট হাস্য করিয়া বলিল—হা, হা, হা! আমার হৃদয়মণি আমাকে সন্দেহ কচ্ছেন। তা'তে আর আমি দুঃখিত নহি। জীবনের আশা অনেক দিন হ'তে ত্যাগ করেছি! শুধু একবার চোখের দেখা বাকি ছিল, তাহাও দেখেছো—যমুনা! প্রাণের সখি! তুমিই আমায় পথ দেখা'য়েছ। তাপদগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াবার বড় সরল পথ। জগৎ দেখুক সংযুক্তা ভ্রষ্টা নহে, সংযুক্তা দ্বিচারিণী নহে। সংযুক্তা পতিভক্ত, সংযুক্তা পরমা সতী। উপেক্ষিতা সতী স্বীয় অভিমানের ভার লঘু করিতে জানে—এই দেখ সোলতান, এই দেখ পিতা! এই দেখ জগৎ, এই দেখুন হৃদয়েশ কুতুবদ্দিন! সংযুক্তা সকলের সাক্ষাতে পতি-দেবতার চরণতলে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিল। ইহা বলিয়া রাজকুমারী স্বীয় অঙ্গুলী পরিহিত তীব্র বিষমাখা অঙ্গুরী চুম্বন করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার রক্তিম গণ্ডদ্বয় নীলাভ এবং আয়ত লোচন বিস্ফারিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িল। জয়চন্দ্র ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন—সব শেষ; জীবনবায়ু কোন অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গিয়াছে।

উপসংহার।

সোলতান মোহাম্মদ ঘোরী দিল্লী বিজয়ের পর আজমীরা-ভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে হান্‌শী প্রভৃতি নগরী অধিকার করিয়া আজমীরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। অল্পমাত্র যুদ্ধের পর আজমীর হস্তগত হইল। কঠোর সাধনা-বলে হিন্দুস্থানে মুসলমানের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সোলতান স্বদেশে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। শোকসন্তপ্ত জয়চ্চন্দ্রকে অধিক কিছু না বলিয়া বিদায় দিলেন। তিনি কান্যকুব্জে ফিরিয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সোলতান, সেনাপতি

কুতুবদ্দিনকে পাঞ্জাব ও নব-বিজিত রাজ্যের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহার্থে স্বীয় প্রতিনিধি-স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া দিয়া ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। কুতুব দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এবং অবিলম্বে আলিগড় অধিকার করিলেন।

পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে খাজা মইনদ্দিন চিস্তি নামক একজন সাধুপুরুষ (দরবেশ) আজমীরে আসিয়া আস্তানা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া অনেক লোক মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছিল। এখন ঘোরীর রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আরো বহুলোক মুসলমান হইল। তাহাদের আচার-ব্যবহার দয়া-দাক্ষিণ্য স্বভাবচরিত্র প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে মস্‌জেদ, ঈদ্‌গাহ প্রভৃতি স্থাপিত হইল এবং অনেক সাধু দরবেশ আগমন করিয়া ভারতের গৌরব বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-স্থানের দেব-দেবী প্রভাব ও হ্রাস হইতে লাগিল।

মহারাজ জয়চন্দ্র মুসলমানদিগকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তজ্জন্য প্রতিনিধি কুতুবদ্দিন কর্ত্তৃক এক বৎসরকাল শাসনকার্য্য পরিচালিত

হইবার পর, ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘোরী কনোজ ও বারাণসী অধিকার করিবার জন্য পুনরায় হিন্দুস্থানে আগমন করিলেন। কুতুব ও প্রভুর সঙ্গে যোগ দিলেন। মুসলমান-সৈন্য বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া বিপুলবিক্রমে জয়চ্চন্দ্রকে নিহত করিয়া বিজয়শ্রী লাভ করিলেন।

পর বৎসর আবার একবার মোহাম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে আগমন করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ-বশতঃ দুর্গ জয় না করিয়াই তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর আর মোহাম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। কুতুবদ্দিনই ভারত-সম্রাট হইয়া রাজ্য-পরিচালন করিতে লাগিলেন।

ক্রীতদাস কুতুবদ্দিনের আশ্চর্য্য উন্নতিলাভের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে লিখিত হইল।

কুতুব-কাহিনী

সেনাপতি কুতুবদ্দিন প্রথমে তুর্কীস্থানের একজন ক্রীতদাস ছিলেন; জনৈক সওদাগর শৈশবকালে কুতুবদ্দিনকে নিশাপুরের শাসন কর্ত্তা ফকিরউদ্দিনের নিকট বিক্রয় করেন। ফকিরউদ্দিন অত্যান্ত সদাশয় ব্যক্তি। কুতুব তাঁহার পুত্রগণের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। অসীম প্রতিভা বলে বালক কুতুবদ্দিন অতি অল্পদিনের মধ্যে কোরাণ পাঠ, অশ্বারোহণ ও ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অনন্তর কিয়ৎকালের মধ্যেই বীরোচিত গুণ গ্রামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ফকিরউদ্দিন তাঁহাকে যৌবনের প্রারম্ভে অন্যের নিকট বহু অর্থে বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

কুতুব ফকিরউদ্দিনের নিকট হইতে বিক্রীত হইয়া যাঁহার নিকট গেলেন, তিনি তাঁহাকে লইয়া গজনীতে উপস্থিত হইলেন। মোহাম্মদঘোরী তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া অনেক অর্থের বিনিময় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে তিনি ঘোরীর অধীনে রহিলেন। এই সময় কুতুব যুদ্ধ বিদ্যায় উন্নতি সাধন করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। এবং শীঘ্রই বীর-সমাজে বিশেষরূপে পরিচিত হইলেন। কুতুবের একটা অঙ্গুলী ছিন্ন ছিল; তজ্জন্য ইতিহাসে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য হীন ছিল বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে!

এক সময় মোহাম্মদ ঘোরী নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে মগ্ন হইয়া দাসদিগকে বহু সংখ্যক ধনরত্ন উপহার প্রদান করিলেন। কুতুবউদ্দীনও এই উপহার হইতে বঞ্চিত হইলেন না; সকলের সঙ্গে অনেক ধন রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। উদার হৃদয় দাস তাহার এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য গ্রহণ করিলেন না, সমস্তই দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন। কুতুবের মহদন্তঃকরণের বিষয় ঘোরীর কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটা বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার পর হইতেই কুতুব ক্রমশঃ রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে থাকেন। অবশেষে অশ্ব-শালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন।

অতঃপর মোহাম্মদ ঘোরী খোরাসানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে কুতুব স্বীয় অপরিসীম শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের প্রশংসা ভাজন হয়েন। এই সময়ে একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি অসতর্ক ভাবে বাহিরে গমন করেন; কতিপয় শত্রুসৈন্য উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় কুতুবকে আক্রমণ করতঃ বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং খোরাসানের অধিপতি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মোহাম্মদ ঘোরী ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া বাঁধ ভাঙা বন্যার ন্যায় অসংখ্য সৈন্য লইয়া প্রচণ্ডবেগে খোরাসান-পতির উপর পতিত হইলেন। খোরাসান-পতি সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না, সে প্রবল স্রোতের মুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না, অচিরে ঘোরীর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন, কুতুবদ্দিন মুক্ত হইলেন।

গুণ-মুগ্ধ সোলতান অনুগত ভৃত্যকে একটী প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন, কুতুবের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল। অনন্তর সেনাপতি বেশে কুতুবের ভারতে আগমন ও যুদ্ধাদির বিষয় এই উপন্যাসে বর্ণিত হইল। দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি বিজয়ের পর সোলতান, কুতুবদ্দিনকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। কুতুবদ্দিন দিল্লীর বাদশাহ হইলেন।

কুতুবুদ্দিনের ক্রীতদাস বখতিয়ার। বখতিয়ার অসাধারণ বীরপুরুষ। কুতুবদ্দিন তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ তাহাকে সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ারখিলজী মাত্র সপ্তদশ সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালা দেশের রাজধানী নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তখন দ্বিপ্রহর কাল; বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণ সেন ভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মুসলমানের আগমন সংবাদে ভয় ব্যাকুলচিত্তে রাজ্য ও রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সোনার গাঁও অভিমুখে পলায়ন করেন। অতঃপর বঙ্গদেশ সহজেই বখতিয়ার খিলজীর হস্তগত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত হিন্দু শাসিত রাজ্যগুলি মুসলমানদের অধিকারে আইসে। বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ বিজয়ের পর দ্বাদশ বৎসর কাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। সেই সমস্ত বিবরণ উপন্যাসের আলোচ্য বিষয় নহে।

মোহাম্মদী বুক এজেন্সী

জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডার।

আমাদের এই এজেন্সীতে বর্ত্তমান মোস্‌লেম সাহিত্যিকগণের সর্ব্ববিধ পুস্তক এবং স্কুল মাদ্রাসার সমস্ত ইংরাজী বাংলা আরবী উর্দ্দু পুস্তক, কেতাব, কোরান শরিফ, খাতা ও এটলাস প্রভৃতি সুলভমূল্যে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন হিন্দু লেখকগণের সর্ব্ববিধ উপন্যাস নাটক নভেল জীবনী ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তকও সর্ব্বদা পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে অতি শীঘ্র ভিঃ পিঃ পোষ্টে সর্ব্বত্রই পুস্তকাদি পাঠান হয়।

১। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা প্রত্যেকবারেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন এবং কোন্ বই কাহার প্রণীত পাঠাইতে হইবে তাহাও লিখিতে ভুলিবেন না।

২। কেহ পত্র লিখিয়া পরে পার্শেল ফেরত দিলে আমরা তাহার নিকট হইতে খরচা আদায় করিয়া লইব। পার্শেলের কোন পুস্তক খারাব হইলে তাহা বদলাইয়া দিয়া থাকি, মাশুল ব্যয় গ্রাহকের লাগে।

কেহ বেয়ারিং পত্র লিখিবেন না। উত্তর নিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড লিখিবেন।

মোহাম্মদ নজিবররহমানের প্রণীত

আনোয়ারা সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস ১।০
হাসন গঙ্গাবাহ মনী—ঐতিহাসিক উপন্যাস ১।০
প্রেমের সমাধি (আনোয়ারার উপসংহার) ১৷০

জানে আলম চৌধুরী প্রণীত

সাধনার জয় সামাজিক উপন্যাস— বাঁধাই—১৲

মৌলবী মুনিরউদ্দিন আহমাদ প্রণীত

সৈয়দ সাহেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস ১৲

কনোজ কুমারী বা আর্য্য জীবন সন্ধ্যা — ঐতিহাসিক উপন্যাস ৸০

দেবকাহিনী বা দেবগণের অন্তর্দ্ধান ।৵০
মোসলেমশিক্ষা সমাজ দর্পন ।৵০
গজল কাদেরী-জেকের জলী বাংলা অক্ষরে উর্দ্দু গজল ⁄০
মাথার মণি-পীর আবুবকর সাহেবের গুণগাথা ৷০

মোসলেম শিশুপাঠ্য প্রাইজের বই—

পুণ্যকাহিনী দুই রঙ্গে ছাপা ঝকঝকে বাঁধাই ৷৵০
ছেলেদের হজরত মোহাম্মদ রঙ্গিন ছাপা ॥০
মোতির মালা, ইতিহাসের গল্প রঙ্গিন ছাপা ।৵০
জাতীয় ধর্ম্মশিক্ষা ৵০ মজার প্রদীপ ৵১০
হারুণ রশিদের গল্প দু'রঙ্গে ছাপা ॥০
গাজী ৵ কোরানের উপাখ্যান ৵১০

মৌলবী সেখ আবদুল জব্বার সাহেব প্রণীত

হজরত মোহাম্মদ ১৲ ইসলাম চিত্র সমাজ চিত্র ।৵০
মক্কাশরিফের ইতিহাস ৸০ মদিনা শরিফের ইতিহাস ১৲
জেরুসালমের ইতিহাস ॥০ গাজী ১৲
দেবী রাবিয়া . আদর্শ রমণী ১ম ভাগ ।০
নূরজাহান বেগম ..

মহা কবি কায় কেবাদ প্রণীত

মহা শ্মশান কাব্য ২॥০ অশ্রুমালা ৸০

সেখ হবিবর রহমান প্রণীত।

পারিজাত বাহাঁর ।৵০ আবেহায়াত ।৵০ চেতনা ।০
পল্লীর কাহিনী ॥০ নেয়ামত ১৲ বাশরী ১৲

মহাকবি ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন এম, ডি, প্রণীত

যমজ ভগিনী কাব্য বা সিরাজোদ্দৌলা উপন্যাস . ২৲
স্বর্গারোহন কাব্য ১।০ জীবন্ত পুতুল কাব্য ১।০
মোসলেম পতাকা বা হজরতের জীবনী ৵০

সৈয়দ এস্‌মাইল হোসেন সিরাজী প্রণীত

ঈশা খাঁ ও রায় নন্দিনী (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ১॥০
আদব কায়দা শিক্ষা ।০ স্পেন বিজয় কাব্য ৸০
তুরস্ক ভ্রমণ ।০ স্পেনে মুসলমান সভ্যতা ।০

জমিদার নূরল হক চৌধুরী প্রণীত

আকর্ষণ মিলনান্ত উপন্যাস ১॥০

সেখ আলী হাসান সাহেব প্রণীত

শেষ নবী ৷৵০ মসলাশিক্ষা (নামাজ শিক্ষা) ৷০

সেখ ইদরিস আলী প্রণীত

বঙ্কিম দুহিতা পারিবারিক উপন্যাস ১৷০

পীযুষ প্রাসনা (কবিতা পুস্তক) ৷০ আরব মনিষা ৶

সুফী মধুমিয়া প্রণীত

শান্তিকুঞ্জ বা হজরত মোহাম্মদের জীবনী ৬

সৈয়দ শারাফত আলী প্রণীত

হজরত মোহাম্মদের বিস্তৃত জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ ৬৲

আফগান আমির চরিত (আবুনসর সহিদুল্লা) ২

নেপালের বিবরণ ঐ ৷০

কল্প কাহিনী (গল্প) (এম আমানত আলী ৷০

খাজা নেজামুদ্দিন আউলিয়া ৷৵

মোসলেম প্রতিভা (চারি সাহবীর জীবনী (মোঃ আবদুল ওয়াহেদ ৷০

দিল্লী আগ্রা ভ্রমণ (মহম্মদ গোলাম হোসেন ৷০

ভারতে মোসলমান সভ্যতা (মোঃ মনিরুজ্জমান) ১৷০

হজরত আলীর জীবনী ৷০

বঙ্গানুবাদ কোরাণ শরীফ সম্পূর্ণ (মোঃ আব্বাস আলী ৫০

আশেকে রসুল (মুন্সী দাদআলী) ১ম খণ্ড ১

ভাঙ্গা প্রাণ ঐ ১৲

ইসলাম আলো ,, ৷০